অধ্যায় ৭ : পরিচ্ছেদ ১ শব্দার্থতত্ত্ব

বাগর্থতত্ত্বের বিষয়বস্তু

বাগর্থতত্ত্বের আলোচ্য ক্ষেত্র ব্যাপক। নিচে প্রধান বিষয়গুলো দেওয়া হলো–

ক্ষেত্র	আলোচ্য বিষয়	উদাহরণ
শব্দার্থ	একক শব্দের অর্থ	জল, ঘর, মানুষ।
বাক্যার্থ	বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ	মানুষ মরণশীল।
নির্দেশ	শব্দ কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্দেশ করে	‘ঢাকা’ একটি শহর।
অর্থসম্পর্ক	সমার্থক, বিপরীতার্থক, অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্পর্ক	সুখ-আনন্দ, দিন-রাত।
বহুঅর্থকতা	এক শব্দের একাধিক সম্পর্কিত অর্থ	মাথা, হাত।
সমরূপিতা	একই রূপ, ভিন্ন অর্থ	কলি = যুগ/ফুলের কুঁড়ি।
ব্যঞ্জনা	আক্ষরিক অর্থের বাইরে গূঢ়ার্থ	বাহ! খুব উপকার করলে।
অর্থপরিবর্তন	সময়ের সঙ্গে অর্থ বদল	গবাক্ষ, গবেষণা।
প্রসঙ্গগত অর্থ	পরিস্থিতিনির্ভর অর্থ	দরজা খোলা আছে?
বচন	বাক্যের সত্য-মিথ্যা নির্ণেয় অর্থ	পৃথিবী গোলাকার।

বাচ্যার্থের বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা	উদাহরণ
সরল অর্থ	শব্দের সরাসরি অর্থ	মাথা = দেহাংশ
অভিধানসম্মত	অভিধানে যে অর্থ পাওয়া যায়	নদী = জলপ্রবাহ
মুখ্য অর্থ	অন্য অর্থ তৈরির ভিত্তি	হাত = অঙ্গ
প্রসঙ্গনির্ভরতা কম	সাধারণত সহজে বোঝা যায়	সূর্য উঠেছে
ভাষার ভিত্তি	লক্ষ্যার্থ ও ব্যঞ্জনার্থের মূলভূমি	মুখ → মানুষের মুখ

বাচ্যার্থ ভাষার মূল ভিত্তি। কারণ একটি শব্দের মুখ্য অর্থ জানা না থাকলে তার লাক্ষণিক বা ব্যঞ্জনাময় অর্থও বোঝা যায় না। যেমন– ‘মাথা’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ দেহের ঊর্ধ্বাংশ বলেই ‘গ্রামের মাথা’, ‘টেবিলের মাথা’, ‘মাথা খাটানো’ প্রভৃতি অর্থ তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ, বাচ্যার্থ হলো অর্থ-গঠনের প্রথম ধাপ।

বাচ্যার্থের ব্যাখ্যামূলক উদাহরণ

বাক্য	ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ	অর্থের ধরন
শিশুর মাথায় টুপি আছে।	মাথা	দেহের ঊর্ধ্বাংশ	বাচ্যার্থ
পাখির ডানা ভেঙেছে।	ডানা	পাখির অঙ্গ	বাচ্যার্থ
সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে।	সূর্য	নক্ষত্র	বাচ্যার্থ
আমি বই পড়ি।	বই	পুস্তক	বাচ্যার্থ

লক্ষ্যার্থের সম্পর্কভিত্তিক ধরন

সম্পর্কের ধরন	উদাহরণ	ব্যাখ্যা
সাদৃশ্য	গ্রামের মাথা।	মাথা যেমন দেহের প্রধান, নেতা তেমনি গ্রামের প্রধান।
অংশ-সম্পূর্ণতা	একশো মুখের আহার।	মুখ দিয়ে মানুষ বোঝানো হয়েছে।
স্থান-সম্পর্ক	ঢাকা সিদ্ধান্ত নিয়েছে।	ঢাকা বলতে সরকার/প্রশাসন বোঝানো হয়েছে।

সম্পর্কের ধরন	উদাহরণ	ব্যাখ্যা
বাহন-অর্থ সম্পর্ক	কলম কথা বলে।	কলম দিয়ে লেখক বা লেখা বোঝানো হয়েছে।
কারণ-ফল	ঘরে হাসি ফুটেছে।	হাসি দিয়ে আনন্দ বোঝানো হয়েছে।
কার্যগত সম্পর্ক	টেবিলের পা।	টেবিলের পা চারটি।

লক্ষ্যার্থের ব্যাখ্যামূলক ছক

বাক্য	আক্ষরিক অর্থ হলে	প্রকৃত অর্থ	অর্থের ধরন
তিনি গ্রামের মাথা।	গ্রামের মাথা আছে।	তিনি গ্রামের প্রধান ব্যক্তি।	লক্ষ্যার্থ
নদীর মুখ শুকিয়ে গেছে।	নদীর মানুষের মতো মুখ আছে।	নদীর প্রবাহমুখ শুকিয়েছে।	লক্ষ্যার্থ
টেবিলের পা ভেঙেছে।	টেবিলের প্রাণীর মতো পা আছে।	টেবিলের সমর্থনকারী অংশ ভেঙেছে।	লক্ষ্যার্থ
ঘরে হাসি ফুটেছে।	হাসি ফুলের মতো ফুটেছে।	ঘরে আনন্দ এসেছে।	লক্ষ্যার্থ

লক্ষ্যার্থ ভাষাকে সংক্ষিপ্ত, প্রাণবন্ত ও রূপকধর্মী করে। যদি লক্ষ্যার্থ না থাকত, তবে ‘গ্রামের মাথা’ বলতে আমাদের বলতে হতো– ‘গ্রামের নেতৃত্বদানকারী প্রধান ব্যক্তি।’ ভাষা তখন দীর্ঘ, কঠোর ও কম প্রাঞ্জল হয়ে যেত। তাই লক্ষ্যার্থ ভাষার অর্থকে সম্প্রসারিত করে এবং ভাব প্রকাশকে সহজ করে।

ব্যঞ্জনার্থের উদাহরণ

১. ‘আজ ঘরে চাঁদ উঠেছে।’

আক্ষরিক অর্থে ঘরে চাঁদ ওঠে না। ব্যঞ্জনায় বোঝানো হয়েছে– প্রিয়, সুন্দর বা আনন্দদায়ক কারও আগমন ঘটেছে।

২. ‘আকাশ আজ মুখ ভার করে আছে।’

আক্ষরিক অর্থে আকাশের মুখ নেই। ব্যঞ্জনায় বোঝাচ্ছে– মেঘলা আকাশ, বিষণ্ণতা অথবা মনের ভার।

৩. ‘তোমার সাহস তো কম নয়!’

প্রসঙ্গভেদে এটি প্রশংসা হতে পারে, আবার ধৃষ্টতা বোঝাতেও পারে।

৪. ‘সে খুব সৎ মানুষ– সুযোগ পেলেই নিজের লাভ দেখে।’

এখানে ‘সৎ’ শব্দটি ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত। ব্যঞ্জনার্থে বোঝায়– সে আসলে স্বার্থপর বা অসৎ।

৫. ‘দেশের মেরুদন্ড ভেঙে গেছে।’

এখানে শারীরিক মেরুদন্ড নয়; সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে– এ অর্থ বোঝানো হয়েছে।

৬. ‘তার চোখে আগুন।’

আক্ষরিক অর্থে চোখে আগুন নেই; ব্যঞ্জনায় রাগ, ক্রোধ বা প্রতিশোধের তীব্রতা বোঝানো হয়েছে।

ব্যঞ্জনার্থের ধরন

ব্যঞ্জনার ধরন	উদাহরণ	ব্যঞ্জিত অর্থ
ব্যঙ্গ	বাহ! তুমি খুব উপকার করলে।	তুমি অপকার করেছ।
অনুরোধ	তোমাদের বাসায় কেউ চা খায় না?	আমাকে চা দাও।
আবেগ	ঘরে চাঁদ উঠেছে।	প্রিয়জন এসেছে।
কাব্যিকতা	আকাশ মুখ ভার করেছে।	মেঘলা/বিষণ্ণ পরিবেশ।
রাজনৈতিক ইঙ্গিত	দেশের মেরুদন্ড ভেঙেছে।	রাষ্ট্রীয়/সামাজিক দুর্বলতা।
সতর্কতা	দেয়ালেরও কান আছে।	সাবধানে কথা বলো।
উপহাস	কী বীর! এক চড়ে পাঁচটা মশা মেরেছে।	সে আসলে তেমন বীর নয়।

ব্যঞ্জনার্থের সবচেয়ে বড়ো শক্তি হলো, এটি ভাষাকে বহুস্তরীয় করে। কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবাদ, লোকভাষা, ব্যঙ্গ, রম্যরচনা, রাজনৈতিক ভাষণ, বিজ্ঞাপন– সবখানেই ব্যঞ্জনার্থের গভীর ব্যবহার আছে। ব্যঞ্জনার্থ বোঝার জন্য শুধু অভিধান যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন প্রসঙ্গবোধ, সংস্কৃতিবোধ, সম্পর্কবোধ, রসবোধ ও কল্পনাশক্তি।

তিন অর্থের তুলনামূলক চিত্র

'মাথা' শব্দের অর্থ-পরিবর্তন

বাচ্যার্থ:
আমার মাথা ব্যথা করছে।
→ দেহের ঊর্ধ্বাংশ

লক্ষ্যার্থ:
তিনি গ্রামের মাথা।
→ গ্রামের প্রধান ব্যক্তি

ব্যঞ্জনার্থ:
আজ জাতির মাথা নত হয়ে গেছে।
→ জাতির সম্মান ক্ষুণ্ন হয়েছে

বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঞ্জনার্থের তুলনামূলক সারণি

বিষয়	বাচ্যার্থ	লক্ষ্যার্থ	ব্যঞ্জনার্থ
অর্থের প্রকৃতি	সরল, আক্ষরিক, অভিধানসম্মত	গৌণ, লাক্ষণিক, সম্পর্কভিত্তিক	গূঢ়, ইঙ্গিতপূর্ণ, রসাত্মক বা প্রসঙ্গানির্ভর
অর্থের উৎস	অভিধান ও প্রচলিত মুখ্য অর্থ	মুখ্য অর্থের সঙ্গে সম্পর্ক	বক্তার উদ্দেশ্য, প্রসঙ্গ, আবেগ, সংস্কৃতি
বোঝার পদ্ধতি	সরাসরি বোঝা যায়	সম্পর্ক ধরে বোঝা যায়	অনুমান ও প্রসঙ্গ ধরে বোঝা যায়
উদাহরণ	মাথা = দেহাংশ	গ্রামের মাথা = নেতা	মাথা নত = সম্মানহানি
প্রসঙ্গের প্রয়োজন	কম	মাঝারি	অত্যন্ত বেশি
সাহিত্যিক ব্যবহার	সাধারণ বর্ণনা	রূপক, লাক্ষণিকতা	কবিতা, ব্যঙ্গ, রস, প্রতীক
অর্থের গভীরতা	প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় ও গভীর স্তর

প্রয়োগভিত্তিক উদাহরণ

বাক্য	বাচ্যার্থ	লক্ষ্যার্থ	ব্যঞ্জনার্থ
তার মাথা ব্যথা করছে।	দেহাংশে ব্যথা	–	–
সে অফিসের মাথা।	–	প্রধান ব্যক্তি	–
অপমানে তার মাথা নত হলো।	–	মাথা নিচু করা	সম্মানহানি/লজ্জা
ঘরে আলো জ্বলছে।	আলো আছে	–	–
সে আমাদের জীবনের আলো।	–	প্রিয়/পথপ্রদর্শক	আশা, ভালোবাসা
অন্ধকার সময় যাচ্ছে।	–	কঠিন সময়	হতাশা, বিপদ, সংকট

ক) **অর্থের স্তর: সারণি**

অর্থের ধরন	পরিচয়	উদাহরণ	ব্যাখ্যা
বাচ্যার্থ	সরল/আক্ষরিক অর্থ।	মাথা ব্যথা করছে	দেহাংশ
লক্ষ্যার্থ	গৌণ/লাক্ষণিক অর্থ।	গ্রামের মাথা	নেতা
ব্যঞ্জনার্থ	গূঢ়/প্রসঙ্গগত অর্থ।	বাহ! খুব ভালো করলে	ব্যঙ্গ বা প্রশংসা
আভিধানিক অর্থ	অভিধানে পাওয়া অর্থ।	জল = পানি	নির্ধারিত অর্থ
প্রাসঙ্গিক অর্থ	পরিস্থিতিনির্ভর অর্থ।	দরজা খোলা আছে?	দরজা বন্ধ করার অনুরোধও হতে পারে

বাগর্থতত্ত্ব ও প্র্যাগম্যাটিক্স (Pragmatics)

বাগর্থতত্ত্ব এবং প্র্যাগম্যাটিক্স ঘনিষ্ঠভাবে সম্পকিত, কিন্তু এক নয়।

বিষয়	বাগর্থতত্ত্ব	প্র্যাগম্যাটিক্স
কেন্দ্র	ভাষার অর্থ	প্রসঙ্গে অর্থের ব্যবহার
নির্ভরতা	শব্দ ও বাক্য	বক্তা, শ্রোতা, পরিস্থিতি
উদাহরণ	দরজা খোলা = দরজা উন্মুক্ত	দরজা খোলা = দরজা বন্ধ করতে বলাও হতে পারে

বিষয়	বাগর্থতত্ত্ব	প্র্যাগম্যাটিক্স
অর্থের ধরন	আক্ষরিক/ব্যাকরণিক	উদ্দেশ্যনির্ভর/প্রসঙ্গনির্ভর

উদাহরণ: 'এখানে খুব গরম।'
বাগর্থতাত্ত্বিক অর্থ: স্থানটি উষ্ণ।
প্র্যাগম্যাটিক অথ: জানালা খোলো/ফ্যান চালাও।

বাগর্থতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা

শাখা	আলোচ্য বিষয়	বাগর্থতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক
ধ্বনিতত্ত্ব	ভাষার ধ্বনি	ধ্বনি অর্থবৈষম্য ঘটাতে পারে।
রূপতত্ত্ব	শব্দগঠন	উপসর্গ-প্রত্যয়ে অর্থ বদলায়।
বাক্যতত্ত্ব	বাক্যের গঠন	গঠন বদলালে অর্থ বদলায়।
প্র্যাগম্যাটিক্স	প্রসঙ্গগত ব্যবহার	প্রসঙ্গ অর্থকে নির্ধারণ করে।
অভিধানবিজ্ঞান	শব্দার্থ সংগ্রহ	শব্দার্থের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ।
সমাজভাষাবিজ্ঞান	সমাজে ভাষা	অর্থ সামাজিক শ্রেণি ও সংস্কৃতিতে বদলায়।
মনোভাষাবিজ্ঞান	মস্তিষ্কে ভাষা	অর্থগ্রহণ মানসিক প্রক্রিয়া।

বাংলা ভাষায় বাগর্থতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা

বাংলা ভাষা ঐতিহাসিকভাবে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, আরবি, ফারসি, পর্তুগিজ, ইংরেজি, তুর্কি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার শব্দ গ্রহণ করেছে। এসব শব্দ বাংলা সমাজে এসে নতুন অর্থ পেয়েছে। তাই বাংলা শব্দার্থের ইতিহাস মানে বাংলার সামাজিক ইতিহাসও।
উদাহরণ:
'দরিয়া' ফারসি উৎসে বড়ো নদী বা সমুদ্রার্থে ব্যবহৃত হলেও বাংলায় কখনো নদী, কখনো সমুদ্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
'আকাশবাণী' একসময় দৈববাণী অর্থে ব্যবহৃত হলেও আধুনিক যুগে বেতার বা রেডিও অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
'গবেষণা' শব্দের আদি ব্যুৎপত্তি গো-অনুসন্ধানের সঙ্গে যুক্ত হলেও বর্তমানে জ্ঞানতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বোঝায়।
এই উদাহরণগুলো দেখায়, শব্দের অর্থ সমাজের সঙ্গে বদলায়।

বাগর্থতত্ত্বের প্রয়োগক্ষেত্র

ক্ষেত্র	প্রয়োগ
ব্যাকরণ	শব্দার্থ, বাক্যার্থ, বাগধারা বোঝা
সাহিত্য	রূপক, প্রতীক, ব্যঞ্জনা বিশ্লেষণ
অনুবাদ	এক ভাষার অর্থ অন্য ভাষায় স্থানান্তর
অভিধান	শব্দের অর্থ, ব্যবহার, উৎস নির্ধারণ
ভাষা-শিক্ষা	শব্দের সঠিক ব্যবহার শেখানো

ক্ষেত্র	প্রয়োগ
গণমাধ্যম	বক্তব্যের স্পষ্টতা
আইন	শব্দের নির্ভুল অর্থ নির্ধারণ
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা	ভাষা বোঝা ও অর্থ বিশ্লেষণ
সমাজভাষা	শব্দের সামাজিক অর্থ বোঝা

অধ্যায় ৭ : পরিচ্ছেদ ২

অভিধান

খ) **অভিধানের প্রধান কাজ**

কাজ	ব্যাখ্যা	উদাহরণ
শব্দ সংগ্রহ	ভাষায় প্রচলিত শব্দ নির্বাচন	ঘর, মানুষ, প্রযুক্তি
শীর্ষশব্দ নির্ধারণ	কোন রূপে শব্দ রাখা হবে	করা, করেছিল, করবে → করা
অর্থ নির্ধারণ	শব্দের অর্থ দেওয়া	নদী = জলপ্রবাহ
অর্থক্রম সাজানো	মুখ্য, গৌণ, রূপক অর্থ আলাদা	মাথা = দেহাংশ, প্রান্ত, নেতা
উচ্চারণ নির্দেশ	উচ্চারণ-সহায়ক রূপ দেওয়া	জ্ঞান [গ্যান/জ্ঞান]
পদপরিচয়	শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি	বি., বিণ., ক্রি.
ব্যুৎপত্তি	উৎস ও গঠন দেখানো	স. / আ. / ফা. / ই.
উদাহরণ	বাক্যে প্রয়োগ দেখানো	'সে মাথা খাটায়'
সংকেত ব্যবহার	সংক্ষিপ্ত তথ্য দেওয়া	আঞ্চ., অপ্র., প্রা.
ব্যবহার নির্দেশ	শুদ্ধ/অশুদ্ধ/প্রচলিত রূপ	শু., অশু., অপ্র

অভিধান নির্মাণের মৌলিক কৌশল

অভিধান নির্মাণ একটি দীর্ঘ ও পদ্ধতিগত কাজ। এটি শুধু শব্দ জড়ো করা নয়; ভাষার তথ্যকে বাছাই, যাচাই, বিশ্লেষণ ও সংগঠিত করার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া।

১. শব্দ সংগ্রহ: প্রথম ধাপ হলো শব্দ সংগ্রহ। সাহিত্য, সংবাদপত্র, কথ্য ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা, প্রাচীন গ্রন্থ, আধুনিক প্রযুক্তি, আইন, বিজ্ঞান, প্রশাসন, লোকসংস্কৃতি, ধর্মীয় গ্রন্থ, শিক্ষাপাঠ। যেমন– বিভিন্ন উৎস থেকে শব্দ সংগ্রহ করা হয়।

২. শব্দ যাচাই: সংগ্রহ করা শব্দের ব্যবহার বাস্তব কি না, তা যাচাই করা হয়। কোনো শব্দ কেবল একবার ব্যবহৃত হয়েছে, না ব্যাপক প্রচলিত– এটি গুরুত্বপূর্ণ।

৩. শীর্ষশব্দ নির্বাচন: অভিধানে যে শব্দের অধীনে অর্থ দেওয়া হয়, তাকে শীর্ষশব্দ বলা হয়। যেমন–

করছি, করেছিলাম, করেছে– এসব রূপের মূল শীর্ষশব্দ 'করা' হতে পারে।

৪. বর্ণানুক্রমে বিন্যাস: অভিধানের ব্যবহার সহজ করতে শব্দ বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়। বাংলা অভিধানে সাধারণ বর্ণানুক্রমের সঙ্গে কিছু আভিধানিক বিশেষ বিন্যাসও অনুসরণ করা হয়, যেমন– ং, ঃ, ঁ -এর অবস্থান, ক্ষ-এর স্থান, ড-ড়, ঢ-ঢ়, য-য় প্রভৃতি।

৫. উচ্চারণ ও বানান: শব্দের প্রমিত বানান ও পয়োজনে উচ্চারণ দেওয়া হয়। উচ্চারণ-নির্দেশ শিক্ষার্থী, বিদেশি শিক্ষার্থী ও উচ্চারণ-গবেষকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

৬. পদপরিচয় ও ব্যাকরণিক তথ্য: শব্দটি বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, অব্যয়, সর্বনাম, ক্রিয়াবিশেষণ– কোন পদে ব্যবহৃত হয়, তা নির্দেশ করা হয়।

৭. অর্থ বিন্যাস: একটি শব্দের একাধিক অর্থ থাকলে অর্থগুলো সাধারণত মুখ্য অর্থ থেকে গৌণ, রূপক, প্রবাদগত বা বিশেষায়িত অর্থের দিকে সাজানো হয়।

৮. ব্যুৎপত্তি ও উৎস: শব্দের উৎস– সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ইংরেজি, পালি, প্রাকৃত, দেশি ইত্যাদি– চিহ্নিত করা হয়। ব্যুৎপত্তি অভিধানকে ঐতিহাসিক মূল্য দেয়।

৯. উদাহরণ ও প্রয়োগ: শব্দের অর্থ শুধু সংজ্ঞার্থে স্পষ্ট না হলে বাক্যে উদাহরণ দেওয়া হয়। সাহিত্যিক অভিধানে উদ্ধৃতি, লেখক-সংকেত বা গ্রন্থ-উল্লেখও থাকতে পারে।

১০. সম্পাদনা ও পুনর্মুদ্রণ: ভাষা বদলায়; তাই অভিধানও সংশোধিত হয়। নতুন শব্দ যুক্ত হয়, পুরোনো অর্থ সংশোধিত হয়, বানান প্রমিত হয় এবং টীকা যুক্ত হয়।

অভিধান নির্মাণের প্রবাহচিত্র

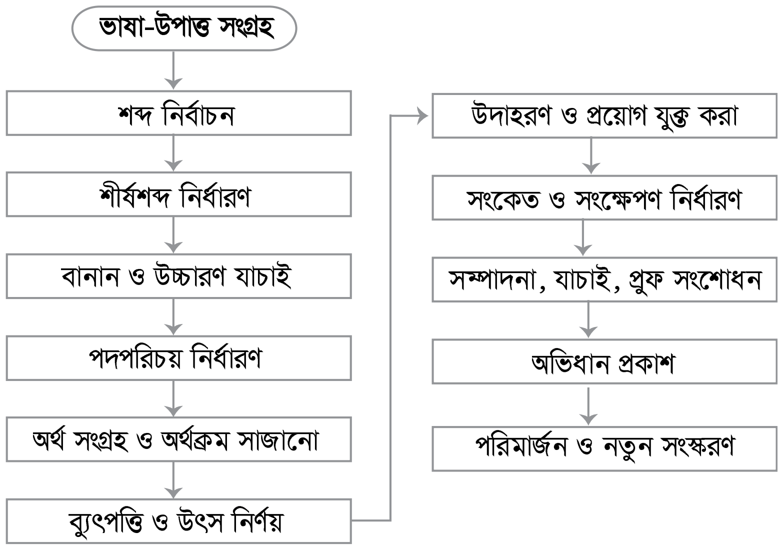

অভিধানতত্ত্বে শব্দার্থ ও শব্দবিন্যাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকার নাদিয়া নন্দিতা ইসলামের 'অভিধানতত্ত্বে শব্দরূপ বিশ্লেষণ' প্রবন্ধে অভিধানতত্ত্বের আলোকে শব্দের অর্থ ও শব্দরূপ বিশ্লেষণের কয়েকটি ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। তার আলোচনার ভাব অনুসরণে নিচের ছকটি দেওয়া হলো।

১. অর্থের ভিত্তিতে শব্দের দৃশ্যমান প্রয়োগ

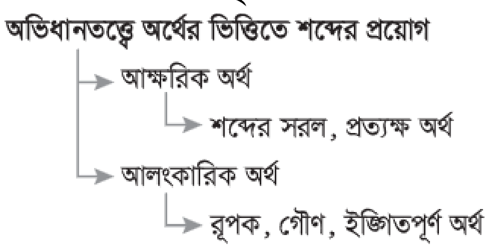

উদাহরণ: 'আকাশের চাঁদ।'

আক্ষরিক অর্থে: আকাশে দেখা চাদ।

আলংকারিক অর্থে: সৌন্দর্য, প্রিয়জন বা দুর্লভ কোনো বিষয়।

২. Lexical Taxonomy (শব্দার্থিক শ্রেণিবিন্যাস)

অভিধানগত শব্দের অর্থতাত্ত্বিক রূপ

- Hypernym
  - উর্ধ্বশ্রেণির শব্দ
- Hyponym
  - অন্তর্ভুক্ত নিম্নশ্রেণির শব্দ
- Meronymy
  - অংশ-সম্পর্ক
- Homonymy
  - একই রূপ, ভিন্ন অর্থ
- Polysemy
  - একই শব্দের সম্পর্কিত বহু অর্থ
- Synonymy
  - সমার্থকতা

উদাহরণ:

ফল = Hypernym

ফলের অধীন:

আম, জাম, কাঁঠাল, কলা = Hyponym

ফলের অংশ:

বীজ, খোসা, আঁটি = Meronymy

৩. শব্দগঠন: রূপমূলের ধারণা

শব্দ

- মুক্ত রূপমূল
  - একা অর্থ প্রকাশ করতে পারে
    যেমন– ছেলে, বই, মাছ
- বন্ধ রূপমূল
  - একা অর্থ প্রকাশ করতে পারে না;
    অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়
    যেমন– -রা, -গুলো, অ-, অন-

উদাহরণ: ছেলে + রা = ছেলেরা; বই + গুলো = বইগুলো; সন্ধান + অনু = অনুসন্ধান; পলক + অ = অপলক

এখানে রূপমূলের যোগে শব্দের গঠন ও অর্থে পরিবর্তন ঘটে।

বাংলা অভিধানের ইতিহাস: সূচনা ও বিবর্তন

বাংলা অভিধানের ইতিহাস দীর্ঘ হলেও আধুনিক অর্থে বাংলা অভিধানচর্চার সূচনা আঠারো শতকে। তবে বাঙালি অঞ্চল অভিধান-ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। সংস্কৃত অমরকোষ বা নামলিঙ্গানুশাসন ভারতীয় অভিধানচর্চার প্রাচীন নিদর্শন। বাংলাপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে মধ্যযুগীয় পুঁথির মধ্যে অমরকোষের বহু পুঁথি পাওয়া যায়; অমর সিংহ রচিত এই সংস্কৃত অভিধান আনুমানিক ষষ্ঠ শতকের।[৪] বাংলা ভাষার অনেক শব্দ সংস্কৃত শব্দভান্ডারের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় অমরকোষ বাংলা অভিধানচর্চার ঐতিহাসিক পটভূমি বুঝতে সহায়ক।

বাংলা অভিধানের ইতিহাস: সময়-সারণি

ষষ্ঠ শতক
- অমরকোষ/নামলিঙ্গানুশাসন
  - সংস্কৃত অভিধান-ঐতিহ্য; বাংলা শব্দভাণ্ডারের পটভূমি

১৭৪৩
- Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez
  - মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ; বাংলা-পর্তুগিজ অভিধান

১৭৯৩
- An Extensive Vocabulary, Bengalese and English
  - বাংলা হরফে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান

১৭৯৯–১৮০২
- Henry Pitts Forster-এর বৃহৎ দ্বিভাষিক অভিধান

১৮১৭
- রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বঙ্গভাষাভিধান
  - বাংলালিপিতে মুদ্রিত প্রথম বাংলা-বাংলা অভিধান

উনিশ শতক
- Carey, Mendis, Tarachand, Morton, Pearson, Haughton, Ramkamal Sen
  - দ্বিভাষিক অভিধানচর্চার বিস্তার

১৯০৬
- সুবল মিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধান

১৯১৭
- জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান

১৯৩২–১৯৫১
- হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ

১৯৫৫
- ঢাকায় বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা

১৯৮৪/২০০০
- বাংলা একাডেমি ব্যাবহারিক বাংলা অভিধান

২০১৪
- বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান

আঠারো শতকের বাংলা অভিধানচর্চা

বাংলা অভিধানের সূচনা আঠারো শতকে প্রধানত দ্বিভাষিক অভিধান দিয়ে। বাংলাপিডিয়ার তথ্যমতে, বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান হিসেবে পর্তুগিজ পাদ্রি মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ সংকলিত Vocabularioem Idioma Bengalla e Portuguez উল্লেখযোগ্য। এটি ১৭৪৩ সালে লিসবনে রোমান হরফে মুদ্রিত হয় এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৬০২।[৫] এটি বাংলা-পর্তুগিজ ভাষিক যোগাযোগ, মিশনারি কার্যক্রম এবং ঔপনিবেশিক ভাষা-আগ্রহের প্রাথমিক নিদর্শন।

১৭৯৩ সালে An Extensive Vocabulary, Bengalese and English নামে বাংলা হরফে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। অনুমান করা হয়, আরন আপজন এর সংকলন ও প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।[৬]

এই সময় বাংলা অভিধানচর্চার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পাণ্ডুলিপি-ভিত্তিক অভিধান। হ্যালহেডের একজন পূর্ববঙ্গীয় মুনশি বাংলা-ফারসি অভিধান সংকলন করেছিলেন বলে জানা যায়। একই সময়ে ফরাসি দোভাষী ওগুস্তাঁ ওসাঁ কয়েকটি ফরাসি-বাংলা অভিধান সংকলন করেন। এগুলো দেখায়, বাংলা অভিধানের ইতিহাস শুধু ইংরেজি-বাংলা সম্পর্কের ইতিহাস নয়; বরং পর্তুগিজ, ফরাসি, ফারসি, ইংরেজি ও স্থানীয় ভাষিক যোগাযোগের ইতিহাসও।

উনিশ শতক: দ্বিভাষিক অভিধান থেকে আধুনিক অভিধানের দিকে উনিশ শতকে শিক্ষা, প্রশাসন, মুদ্রণযন্ত্র, মিশনারি কার্যক্রম, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং বাংলা গদ্যের বিকাশের ফলে অভিধানের প্রয়োজন দ্রুত বাড়ে। এই সময়ে দ্বিভাষিক অভিধান বিশেষ গুরুত্ব পায়।

বাংলা ভাষার প্রথম সুবৃহৎ অভিধানের কৃতিত্ব হেনরি পিটস ফরস্টারের। তাঁর A Vocabulary in Two Parts: English and Bengalee and Vice Versa ১৭৯৯ ও ১৮০২ সালে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং এতে প্রায় ২০,০০০ বাংলা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ সংকলিত হয়।[৭]

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে উইলিয়াম কেরি বাংলা অভিধানচর্চায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন। বাংলাপিডিয়া জানায়, ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর কেরি সেখানে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন; পরে তিনি বাংলা-ইংরেজি অভিধানও প্রকাশ করেন।[৮] বাংলাপিডিয়ার 'অভিধান' নিবন্ধে কেরির A Dictionary of the Bengalee Language অভিধানকে বাংলা ভাষার প্রথম দীর্ঘকায় দ্বিভাষিক অভিধান বলা হয়েছে। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ২১৬০; এতে ভুক্তির পদপরিচয়, লিঙ্গপরিচয়, শীর্ষশব্দ-উপশীর্ষশব্দের রোমান প্রতিবর্ণ এবং বাংলা বর্ণানুক্রমে বিন্যাস দেওয়া ছিল।[৯]

---

৪. *সরকার, স্বরোচিষ। 'অভিধান।' বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, অনলাইন সংস্করণ।*

৫. *সরকার, স্বরোচিষ। 'অভিধান।' বাংলাপিডিয়া। Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez, ১৭৪৩ প্রসঙ্গ।*

৬. *সরকার, স্বরোচিষ। 'অভিধান।' বাংলাপিডিয়া। An Extensive Vocabulary, Bengalese and English, ১৭৯৩ প্রসঙ্গ।*

৭. *সরকার, স্বরোচিষ। 'অভিধান।' বাংলাপিডিয়া। Henry Pitts Forster, A Vocabulary in Two Parts, ১৭৯৯–১৮০২ প্রসঙ্গ।*

৮. *মুরশিদ, গোলাম। 'কেরী, উইলিয়ম।' বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, অনলাইন সংস্করণ।*

৯. *সরকার, স্বরোচিষ। 'অভিধান।' বাংলাপিডিয়া। William Carey, A Dictionary of the Bengalee Language প্রসঙ্গ।*

এই বৈশিষ্ট্যগুলো আধুনিক অভিধানবিজ্ঞানের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অভিধান তখন শুধু প্রতিশব্দের তালিকা নয়; শব্দের ব্যাকরণিক পরিচয়, উচ্চারণ-সদৃশ রূপ, বিন্যাস ও ব্যবহারসহ পূর্ণাঙ্গ ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যভাণ্ডারে রূপ নিতে শুরু করে।

প্রথম বাংলা-বাংলা অভিধান ও একভাষিক অভিধানের বিকাশ

বাংলা ভাষায় জ্ঞানচর্চা এবং বাংলা গদ্যের প্রসারের ফলে একভাষিক বাংলা অভিধানের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলাপিডিয়ার তথ্যমতে, বাংলালিপিতে মুদ্রিত প্রথম বাংলা-বাংলা অভিধান হলো রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বঙ্গভাষাভিধান, প্রকাশকাল ১৮১৭।[১০]

এরপর উনিশ শতকে একাধিক বাংলা-বাংলা অভিধান প্রকাশিত হয়, যেমন–

১. তারাচন্দ্র শর্মার শব্দার্থ প্রকাশাভিধান
২. রামেশ্বর তর্কালঙ্কারের বঙ্গভাষাভিধান
৩. হলধর ন্যায়রত্নের বঙ্গাভিধান
৪. জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের শব্দকল্পতরঙ্গিণী
৫. মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের শব্দাম্বুধি
৬. গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের শব্দসার অভিধান

এই অভিধানগুলো বাংলা ভাষাকে আত্মনির্ভর শব্দব্যাখ্যার দিকে নিয়ে যায়। আগে বাংলার শব্দ বুঝতে অন্য ভাষার সহায়তা প্রয়োজন ছিল; একভাষিক অভিধান বাংলা ভাষাকে নিজস্ব অর্থব্যাখ্যার ক্ষমতা দেয়।

বিশ শতক: আধুনিক বাংলা অভিধানের যুগ

বিশ শতকের শুরু থেকে আধুনিক পদ্ধতির বাংলা-বাংলা অভিধান প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯০৬ সালে সুবল মিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধান প্রকাশিত হয় এবং দীর্ঘদিন জনপ্রিয় থাকে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের দুই খণ্ডের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়ে একভাষিক বাংলা অভিধানে নতুন মাত্রা যোগ করে।[১১]

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ বাংলা অভিধানচর্চার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এটি প্রথমে পাঁচ খণ্ডে ১৯৩২–১৯৫১ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। বাংলাপিডিয়া জানায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৫ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে এই অভিধানের সংকলন-কাজ করেন। এর মাধ্যমে বাংলা অভিধানচর্চা গবেষণানির্ভর, প্রাথমিক উপকরণভিত্তিক ও বিস্তৃত শব্দসংগ্রহমুখী রূপ লাভ করে।

রাজশেখর বসুর চলন্তিকা ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়ে ব্যাবহারিক অভিধানের ক্ষেত্রে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরে কাজী আবদুল ওদুদের ব্যাবহারিক শব্দকোষ, শৈলেন্দ্র বিশ্বাসের সংসদ বাংলা অভিধান প্রভৃতি সাধারণ ব্যবহারকারীর জন্য বাংলা অভিধানকে সহজলভ্য ও কার্যকর করে তুলে।

বাংলা একাডেমি ও বাংলাদেশের অভিধানচর্চা

১৯৫৫ সালে ঢাকায় বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশে অভিধানচর্চা নতুন প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পায়। বাংলাপিডিয়ার তথ্যমতে, বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার পর থেকে একভাষিক, দ্বিভাষিক, বহুভাষিক, বিষয়ভিত্তিক ও পারিভাষিক নানা ধরনের অভিধান ও শব্দকোষ প্রণয়ন করেছে; ২০০৯ সাল নাগাদ অভিধান ও শব্দকোষ মিলিয়ে প্রায় সত্তরটি অভিধান প্রকাশিত হয়েছিল।[১২]

---

১০. সরকার, স্বরোচিষ। 'অভিধান।' বাংলাপিডিয়া। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, বঙ্গভাষাভিধান, ১৮১৭ প্রসঙ্গ।

১১. সরকার, স্বরোচিষ। 'অভিধান।' বাংলাপিডিয়া। সুবল মিত্র ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রসঙ্গ।

১২. সরকার, স্বরোচিষ। 'অভিধান।' বাংলাপিডিয়া। বাংলা একাডেমি অভিধানচর্চা প্রসঙ্গ।

বাংলা একাডেমির উল্লেখযোগ্য অভিধানের মধ্যে আছে–

১. আঞ্চলিক ভাষার অভিধান
২. চরিতাভিধান
৩. উচ্চারণ অভিধান
৪. সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান
৫. সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান
৬. বানান অভিধান
৭. মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অভিধান
৮. বাংলা একাডেমি ব্যাবহারিক বাংলা অভিধান
৯. বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান
১০. বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান

বাংলা একাডেমি অভিধানচর্চাকে শুধু ভাষাশিক্ষার উপকরণ হিসেবে নয়, ভাষা-পরিকল্পনা, প্রমিত বানান, পরিভাষা নির্মাণ, আঞ্চলিক শব্দসংগ্রহ এবং বাংলাদেশের ভাষিক ঐতিহ্যের দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

বাংলা অভিধানের বিবর্তন: ধাপভিত্তিক ছক

সংস্কৃত অভিধান-ঐতিহ্য
↓
অমরকোষ
↓
আঠারো শতকের দ্বিভাষিক অভিধান
↓
পর্তুগিজ-বাংলা/বাংলা-ইংরেজি/বাংলা-ফারসি
↓
মিশনারি ও ঔপনিবেশিক অভিধানচর্চা
↓
কেরি, ফরস্টার, আপজন প্রমুখ
↓
একভাষিক বাংলা অভিধান
↓
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বঙ্গাভাষাভিধান
↓
আধুনিক গবেষণানির্ভর অভিধান
↓
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
↓
ব্যাবহারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অভিধান
↓
চলন্তিকা, সংসদ, বাংলা একাডেমি অভিধান
↓
বিবর্তনমূলক, ডিজিটাল ও বিশেষায়িত অভিধান

অভিধান নির্মাণে গবেষণার গুরুত্ব

একটি ভালো অভিধান শুধু শব্দের তালিকা নয়। এর পেছনে থাকে দীর্ঘ গবেষণা, শব্দসংগ্রহ, উৎস যাচাই, অর্থপরীক্ষা, পাণ্ডুলিপি পাঠ, সাহিত্যিক ব্যবহার, কথ্যরূপ পর্যবেক্ষণ, আঞ্চলিক তথ্য, ঐতিহাসিক ব্যুৎপত্তি এবং প্রমিত নীতি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ দীর্ঘ ২৭ বছরের পরিশ্রমে প্রস্তুত হয়েছিল– এ তথ্য অভিধান নির্মাণের শ্রম, পদ্ধতি ও গবেষণার গুরুত্ব বোঝায়।

অভিধান নির্মাণে গবেষকের কাজ–

১. শব্দ সংগ্রহ করা

২. শব্দের প্রাচীন ও আধুনিক ব্যবহার তুলনা করা

৩. শব্দের অর্থ পরিবর্তন চিহ্নিত করা

৪. প্রামাণ্য সাহিত্য থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করা

৫. আঞ্চলিক রূপ ও প্রমিত রূপ আলাদা করা

৬. উৎসভাষা নির্ণয় করা

৭. শব্দের বানান, উচ্চারণ ও পদপরিচয় স্থির করা

৮. ব্যবহারকারীর প্রয়োজন বিবেচনা করা

অভিধানে ভুক্তিশব্দ ও শীর্ষশব্দ

অভিধান ব্যবহার করতে হলে প্রথমেই দুটি শব্দ বুঝতে হয়– ভুক্তিশব্দ এবং শীর্ষশব্দ। অভিধানের পাতায় যে শব্দটি মোটা হরফে বা প্রধান রূপে দেওয়া থাকে এবং যার অর্থ, উচ্চারণ, পদপরিচয়, ব্যুৎপত্তি ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে শীর্ষশব্দ বলা হয়। আর সেই শীর্ষশব্দকে কেন্দ্র করে যে সম্পূর্ণ তথ্যসমষ্টি দেওয়া হয়, তাকে ভুক্তি বলা হয়। সহজভাবে–

শীর্ষশব্দ = যে শব্দের অর্থ দেওয়া হয়।

ভুক্তি = শীর্ষশব্দ + উচ্চারণ + পদপরিচয় + অর্থ + ব্যুৎপত্তি + ব্যবহার

উদাহরণ: অঋণী [অরিনি] বিণ. ঋণমুক্ত; ঋণশূন্য। {স. অ + ঋণ + ইন}

এখানে–

অংশ	পরিচয়
অঋণী	শীর্ষশব্দ
[অরিনি]	উচ্চারণ
বিণ.	বিশেষণ
ঋণমুক্ত; ঋণশূন্য	অর্থ
{স. অ + ঋণ + ইন}	ব্যুৎপত্তি

অর্থাৎ, 'অঋণী' শব্দটি শুধু একটি শব্দ হিসেবে নয়, তার ব্যুৎপত্তি ও পূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়সহ অভিধানে উপস্থাপিত হয়েছে। এই পূর্ণ উপস্থাপনাই ভুক্তি।

ভুক্তির গঠন: একটি ধারণাচিত্র

একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান-ভুক্তিতে সাধারণত নিচের উপাদানগুলো থাকতে পারে–

ভুক্তি
- → শীর্ষশব্দ
- → উচ্চারণ
- → পদ পরিচয়
- → লিঙ্গ/বচন/রূপ
- → উৎসভাষা
- → ব্যুৎপত্তি
- → মূল অর্থ
- → গৌণ অর্থ
- → রূপক বা আলংকারিক অর্থ
- → প্রবাদ/বাগ্‌ধারায় ব্যবহার
- → উদাহরণ
- → সমার্থক শব্দ
- → বিপরীতার্থক শব্দ
- → ব্যবহার-সংকেত

সব অভিধানে সব উপাদান থাকে না। ছোটো অভিধানে সাধারণত শীর্ষশব্দ, পদপরিচয় ও অর্থ দেওয়া হয়। বড়ো গবেষণামূলক অভিধানে উচ্চারণ, ব্যুৎপত্তি, সাহিত্যিক উদ্ধৃতি, প্রাচীন প্রয়োগ, আঞ্চলিক রূপ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ রূপ, অর্থবিবর্তন– সবই থাকতে পারে।

অভিধানে শব্দভুক্তির বৈশিষ্ট্য

অভিধানে কোনো শব্দ অন্তর্ভুক্ত করার সময় অভিধানকারকে কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। ভাষায় ব্যবহৃত সব শব্দ অভিধানে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই শব্দ নির্বাচন, অর্থ নির্ধারণ, বানান ও ব্যবহার যাচাই– সবই গুরুত্বপূর্ণ।

১. প্রচলন: যে শব্দ ভাষাভাষী সমাজে ব্যবহৃত হয়, অভিধানে তার স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। শব্দটি সাহিত্য, সংবাদপত্র, কথ্য ভাষা, গবেষণা, প্রশাসন বা প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না, তা দেখা হয়।

২. প্রামাণ্য প্রয়োগ: কোনো শব্দের ব্যবহার যদি প্রামাণ্য লেখক, গ্রন্থ, পত্রিকা বা সামাজিক ব্যবহারে পাওয়া যায়, তবে তা অভিধানে অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতা পায়। যেমন– অম্লজল, লক্ষ্যবস্তু, পরিবহণ।

৩. প্রমিত রূপ: একটি শব্দের একাধিক বানান থাকলে অভিধান সাধারণত প্রমিত বানানকে শীর্ষশব্দ হিসেবে গ্রহণ করে। অপ্রমিত বা আঞ্চলিক রূপ থাকলে তা নির্দেশ করা যেতে পারে।

৪. শব্দের অর্থবৈচিত্র্য: একটি শব্দ যদি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, অভিধানে তা আলাদা করে দেখাতে হয়। যেমন– 'মাথা' শব্দের দেহাংশ, প্রান্ত, নেতা, বুদ্ধি– এমন একাধিক অর্থ থাকতে পারে।

৫. শব্দের উৎস: শব্দটি সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ইংরেজি, পর্তুগিজ, দেশি, তদ্ভব, তৎসম– কোন উৎস থেকে এসেছে, তা অভিধানে চিহ্নিত করা যায়।

৬. পদপরিচয়: শব্দটি বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, অব্যয়, সর্বনাম, ক্রিয়াবিশেষণ ইত্যাদি কোন পদে ব্যবহৃত– তা দেখানো অভিধানের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

শীর্ষশব্দ নির্ধারণের নিয়ম

অভিধান তৈরি করার সময় কোন রূপকে শীর্ষশব্দ করা হবে তা গুরুত্বপূর্ণ। সব শব্দরূপকে আলাদা শীর্ষশব্দ করলে অভিধান অযথা ভারী হয়ে যায়। তাই অভিধানকাররা সাধারণত মূল বা প্রমিত রূপকে শীর্ষশব্দ করেন।

১. ক্রিয়ার ক্ষেত্রে: করছি, করেছিলাম, করবে, করেছে, করল– এসব রূপের শীর্ষশব্দ সাধারণত 'করা'।

যেমন– করা ক্রি. সম্পাদন করা; কাজ করা; আচরণ করা।

২. বিশেষ্যের ক্ষেত্রে: বইগুলো, বইয়ের, বইতে– এসব রূপের শীর্ষশব্দ 'বই'।

৩. বিশেষণের ক্ষেত্রে: সুন্দরী, সুন্দরতম, সুন্দরভাবে– এসব আলাদা রূপ হলেও 'সুন্দর' শীর্ষশব্দের অধীনে সম্পর্ক দেখানো যেতে পারে।

৪. যৌগিক শব্দের ক্ষেত্রে: 'না-দেখা', 'অতি-উৎসাহ', 'দেশপ্রেম', 'শব্দার্থতত্ত্ব'– এসব পৃথক অর্থবাহী হলে শীর্ষশব্দ হিসেবে আসতে পারে।

অভিধানে অর্থ বিন্যাসের কৌশল

একটি শব্দের বহু অর্থ থাকলে অভিধানকারের কাজ হলো সেগুলোকে যুক্তিসংগতভাবে সাজানো। সাধারণত অর্থ বিন্যাসে নিচের ক্রম অনুসরণ করা হয়–

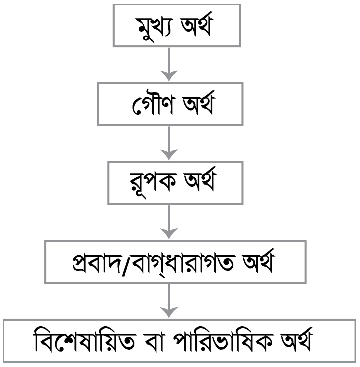

উদাহরণ: মাথা বি.

১. দেহের ঊর্ধ্বাংশ।
২. কোনো বস্তুর ওপরের অংশ বা অগ্রভাগ।
৩. নেতা বা প্রধান ব্যক্তি।
৪. বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি।
৫. সম্মান বা মর্যাদা: যেমন– মাথা নত করা।

এখানে প্রথম অর্থটি বাচ্যার্থ; পরের অর্থগুলো লক্ষ্যার্থ, রূপক বা প্রসঙ্গাগত অর্থ।

অভিধানে শব্দ খোঁজার কৌশল

অভিধানে দ্রুত শব্দ খুঁজে পেতে কিছু নিয়ম জানা দরকার।

১. মূল শব্দ চিনতে হবে

'করেছিলাম' খুঁজতে গেলে 'করেছিলাম' নয়; 'করা' দেখতে হবে।

'বইগুলো' খুঁজতে গেলে 'বই' দেখতে হবে।

'মানুষের' খুঁজতে গেলে 'মানুষ' দেখতে হবে।

২. কারচিহ্ন দেখে খুঁজতে হবে

'কিরণ' ও 'করণ' একই জায়গায় নয়।

'কুল' ও 'কল' আলাদা।

কারচিহ্ন শব্দের অবস্থান বদলায়।

৩. যুক্তাক্ষর ভাঙতে হবে

'জ্ঞ' দেখে বিভ্রান্ত হলে জ + ঞ ধরে খুঁজতে হবে।

'ক্ষ' অনেক অভিধানে ক-এর পরে থাকে।

'দ্ব' দ অক্ষরের অধীনে খুঁজতে হবে।

৪. শুদ্ধ বানান জানতে হবে

ভুল বানানে খুঁজলে শব্দ পাওয়া নাও যেতে পারে।

যেমন– 'দায়িত্ব' খুঁজতে হবে, 'দায়ীত্ব' নয়।

'উচ্চারণ' খুঁজতে হবে, 'উচ্চারন' নয়।

৫. শব্দের পদপরিচয় মিলাতে হবে

একই শব্দ ভিন্ন পদে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

উদাহরণ:

ভালো বিণ. উৎকৃষ্ট।

ভালো ক্রিবিণ. ভালোভাবে।

৬. প্রসঙ্গ অনুযায়ী অর্থ বেছে নিতে হবে

অভিধানে একটি শব্দের পাঁচটি অর্থ থাকলে সব অর্থ সব বাক্যে প্রযোজ্য নয়। বাক্যের প্রসঙ্গ দেখে সঠিক অর্থ নিতে হবে।

গ)   ৬. অভিধান ব্যবহারে সাধারণ ভুল

ভুল	কেন ভুল	সঠিক পদ্ধতি
যে-কোনো অর্থ ব্যবহার করা	সব অর্থ সব প্রসঙ্গে মানায় না।	প্রসঙ্গ অনুযায়ী অর্থ নাও।
ভুল বানানে শব্দ খোঁজা	শব্দ পাওয়া যায় না।	প্রমিত বানান জানো।
পদপরিচয় না দেখা	বাক্যে প্রয়োগ ভুল হয়।	বি., বিণ., ক্রি. দেখো।
উৎসভাষা না বোঝা	শব্দের ইতিহাস অজানা থাকে।	আ., ফা., ই., স. দেখো।
শীর্ষশব্দ না চিনে খোঁজা	রূপভেদে বিভ্রান্তি হয়।	মূল রূপ খুঁজো।
সংকেত না পড়া	অভিধানের অর্ধেক তথ্য অজানা থাকে।	নির্দেশিকা পড়ো।

অভিধান ও পরিভাষা

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, আইন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, দর্শন– প্রতিটি বিষয়ের নিজস্ব পরিভাষা আছে। অভিধান এসব পরিভাষা সংগ্রহ ও প্রমিত করতে সাহায্য করে।

উদাহরণ:

ইংরেজি	বাংলা পরিভাষা	ইংরেজি	বাংলা পরিভাষা
Semantics	**বাগর্থতত্ত্ব**	**Constitution**	**সংবিধান**
Morphology	**রূপতত্ত্ব**	**Democracy**	**গণতন্ত্র**
Syntax	**বাক্যতত্ত্ব**	**Molecule**	**অণু**
Phonology	**ধ্বনিতত্ত্ব**	**Equation**	**সমীকরণ**

পরিভাষা অভিধান জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাংলা চর্চাকে শক্তিশালী করে।

মুদ্রিত অভিধান ও ডিজিটাল অভিধান

বর্তমান যুগে অভিধান শুধু মুদ্রিত বই নয়; ডিজিটাল অভিধান, অনলাইন অভিধান, মোবাইল অ্যাপ, করপাসভিত্তিক অভিধান, উচ্চারণ-সহায়ক অভিধান, দ্বিভাষিক ডেটাবেস– নানা রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিষয়	মুদ্রিত অভিধান	ডিজিটাল অভিধান
অনুসন্ধান	বর্ণানুক্রমে খুঁজতে হয়	সার্চ করে দ্রুত পাওয়া যায়
আপডেট	নতুন সংস্করণে সংশোধন	দ্রুত হালনাগাদ সম্ভব
উচ্চারণ	লিখিত নির্দেশ	অডিও যুক্ত করা যায়
উদাহরণ	সীমিত	করপাস থেকে বহু উদাহরণ
ব্যবহার	পাঠাভ্যাস তৈরি করে	দ্রুত ও ব্যবহারবান্ধব
সীমাবদ্ধতা	ভারী, ধীর	উৎসভেদে অনির্ভরযোগ্য হতে পারে

ডিজিটাল অভিধান সুবিধাজনক হলেও শুদ্ধতা যাচাই জরুরি। সব অনলাইন অভিধান সমান মানের নয়।

অভিধান ও শব্দের প্রমিত বানান: অভিধান ও বাংলা বানান

অনেকে মনে করেন, অভিধানে কোনো একটি শব্দের যে কয়টি বিকল্প বানান থাকে সবগুলো শুদ্ধ। এ ধারণা ঠিক নয়। যে সকল শব্দ অতীতে ব্যবহৃত হত কিন্তু এখন হচ্ছে না, বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে তবে শুদ্ধ নয় এবং শুদ্ধ-সবকটি অভিধানে দেওয়া হয়। অভিধান ব্যাকরণ নয়, প্রমিত রীতিও নয়। যাঁরা অভিধান রচনা করেন তাঁরা বৈয়াকরণ হিসেবে অভিধান রচনা করেন না, আভিধানিক হিসেবে অভিধান রচনা করেন। যেসব শব্দ প্রচলিত ছিল বা আছে সবগুলো অভিধানে না দিলে বিভিন্ন বানানে লেখা শব্দের অর্থ-উদ্ধারে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। তাই কোনো শব্দের যতগুলো বানান প্রচলিত ছিল বা আছে তা শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা না করে অভিধানে উল্লেখ করা হয়।

অভিধান দোকানের মতো। ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী দোকানকে পণ্যসজ্জিত করা দোকানির কাজ। পণ্যের ভালোমন্দ বিবেচনার চেয়ে ক্রেতার চাহিদাই দোকানির কাছে মুখ্য। ক্রেতার স্বাস্থ্যের উন্নতি-অবনতির দিকে নজর দেওয়া দোকানির কাজহ নয়। এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ রয়েছে। সিগারেট বা মদ্য স্বাস্থ্যহানিকর, তবু তা দোকানে রাখা হয়, বিক্রি করা হয়। দোকানি যদি ক্রেতার স্বাস্থ্য বিবেচনায় রত হয় তা হলে ব্যবসা লাটে উঠবে। অভিধানও ঠিক দোকানের মতো। অভিধানকে শব্দের গুদামও বলা যেতে পারে। তাই গুদামে রাখা সব পণ্য মানসম্মত- একটি ভাবা যেমন সমীচীন নয় তেমনি সমীচীন নয় অভিধানে উপস্থাপিত সব শব্দ শুদ্ধ ভাবা। শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনার জন্য রয়েছে ব্যাকরণ বা ভাষা-বিধি। কোনো শব্দ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ব্যাকরণ রীতি অনুসরণ না করলে তা অভিধানে যতই সংরক্ষণ করা হোক না কেন, সেটি শুদ্ধ বলে গণ্য হয় না।

শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা না করে বর্তমানে প্রচলিত ও অতীতে প্রচলিত ছিল এমন সব শব্দের বানান অভিধানে রাখা অভিধান রচয়িতাগণের কর্তব্য। তাঁদের দায়িত্ব কেবল প্রচলিত শব্দের অর্থ উপস্থাপন, শুদ্ধ-অশুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া নয় (কোন অভিধানে শব্দের শুদ্ধ–অশুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা থাকলেও তা ব্যাকরণ রীতির আলোকে দেওয়া হয়)। পাঠকের দায়িত্ব হচ্ছে বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রমিত রীতি অনুসরণ করে তা গ্রহণ-অগ্রহণ ও ব্যবহার।

সুতরাং, অভিধানে কোন শব্দের যতগুলো বানান উল্লেখ আছে সবকটি শুদ্ধ এমন ভাবা বিধেয় নয়। একই শব্দের একাধিক বানান উল্লেখের ক্ষেত্রে অভিধানে সাধারণত যে শব্দটি শুদ্ধ, প্রচলিত ও প্রমিত-রীতি অনুসরণ করে সেটি প্রথম দেখা হয়। অনেক ক্ষেত্রে সং ক্ষেপে শব্দসমূহের অবস্থানগত বিবরণও দেওয়া হয়। তবু কোন বানানটি শুদ্ধ তা অভিধানে উল্লেখ না থাকলে জানার জন্য প্রমিত রীতি সম্পর্কে অবগত থাকা সমীচীন। তবে, বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে ব্যাকরণিকভাবে শুদ্ধ শব্দকে রাখা হয়েছে। বহুল প্রচলনের কারণে কিছু শব্দকে ঠাঁই দেওয়া হলেও পাশে লিখে দেওয়া হয়েছে: অশুদ্ধ প্রয়োগ। সূত্র: শুদ্ধ বানান চর্চা শুবাচ, ড. মোহাম্মদ আমীন

তথ্যসূত্র

১৪. *ইসলাম, নাদিয়া নন্দিতা। "অভিধানতত্ত্বে শব্দরূপ বিশ্লেষণ।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ১০১, জুন ২০২০, পৃ. ১৪৯১৫৫।*

১৫. *McArthur, Tom. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: Oxford University Press, 1992.*

১৬. *Bloomfield, Leonard. Language. New York: Henry Holt, 1933.*

১৭. *Katamba, Francis. English Words: Structure, History, Usage. London/New York: Routledge, 2005.*

১৮. *Carter, Ronald. Vocabulary: Applied Linguistic Perspectives. London/New York: Routledge, 2012.*

অধ্যায় ৭ পরিচ্ছেদ ৩ অপপ্রয়োগ

শুদ্ধীকরণ-কৌশল, প্রয়োগচর্চা ও পরীক্ষাভিত্তিক উপস্থাপন

প্রথম পর্বে ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগের ধারণা আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে অপপ্রয়োগের প্রধান ধরন– বানান, শব্দার্থ, বচন, লিঙ্গ, প্রত্যয়, উপসর্গ, সন্ধি, সমাস, বাহুল্য, গুরুচণ্ডালী, প্রবাদ ও বিদেশি অনুকরণ– বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এবার তৃতীয় পর্বে আলোচিত হবে কীভাবে একটি অশুদ্ধ শব্দ বা বাক্যকে ধাপে ধাপে পরীক্ষা করে শুদ্ধ করতে হয়। কারণ ভাষার শুদ্ধীকরণ শুধু ভুল ধরার কাজ নয়; এটি অর্থ, ব্যাকরণ, প্রসঙ্গ, রীতি ও প্রমিত রীতির সমন্বিত বিচার।

বাংলা ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখতে হয়– সব ভুল একই ধরনের নয়। কোথাও বানান ভুল, কোথাও শব্দার্থ ভুল, কোথাও বাক্যের পদের ক্রম ভুল, কোথাও অপ্রয়োজনীয় শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, কোথাও প্রবাদ বিকৃতি আবার কোথাও সাধু-চলিত রীতির মিশ্রণ ঘটেছে। তাই শুদ্ধীকরণের আগে ভুলের প্রকৃতি শনাক্ত করা জরুরি।

১. অশুদ্ধ বাক্য শনাক্ত করার ধাপ

একটি বাক্য দেখে তাড়াহুড়া করে সংশোধন করা উচিত নয়। প্রথমে বাক্যটি মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে, তারপর দেখতে হবে ভুলটি কোন স্তরে আছে।

অশুদ্ধ বাক্য
↓
১. বানান পরীক্ষা
↓
২. শব্দার্থ পরীক্ষা
↓
৩. পদপ্রয়োগ পরীক্ষা
↓
৪. পদবিন্যাস পরীক্ষা
↓
৫. বচন-লিঙ্গ -পুরুষ পরীক্ষা
↓
৬. ক্রিয়া ও বাচ্য পরীক্ষা
↓
৭. বাহুল্য আছে কি না দেখা
↓
৮. বাগধারা/প্রবাদ ঠিক আছে কি না দেখা
↓
৯. সাধু-চলিত রীতি মিলছে কি না দেখা
↓
১০. প্রসঙ্গ অনুযায়ী শুদ্ধ বাক্য লেখ।

এই ধাপগুলো অনুসরণ করলে ভুল শনাক্ত করা সহজ হয়। যেমন–
অশুদ্ধ: সকল ছাত্ররা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।
প্রথমে দেখা গেল বানান ঠিক। তারপর বচন পরীক্ষা করলে বোঝা যায়, 'সকল' এবং 'ছাত্ররা'– দুটিই বহুবচন বোঝাচ্ছে।
শুদ্ধ: সকল ছাত্র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।
অথবা, ছাত্ররা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে।
এখানে শুদ্ধীকরণের মূল কারণ বচনগত বাহুল্য।

২. বানান যাচাইয়ের কৌশল

শুদ্ধীকরণের প্রথম ধাপ বানান পরীক্ষা। বাংলা বানানে ই-কার/ঈ-কার, উ-কার/ঊ-কার, ন/ণ, শ/ষ/স, জ/য, ত/ৎ, র/ড়/ঢ়, অনুস্বার, বিসর্গ ও যুক্তাক্ষর নিয়ে বেশি ভুল হয়। তাই কোনো শব্দ সন্দেহজনক মনে হলে অভিধান বা প্রমিত বানানরীতি অনুসরণ করতে হবে।

বানান যাচাইয়ের ছক

যাচাইয়ের ক্ষেত্র	কী দেখতে হবে	উদাহরণ
ই/ঈ	প্রত্যয় যুক্ত হলে ই না ঈ	দায়িত্ব, সহযোগিতা
উ/ঊ	শব্দের উৎস ও প্রচলিত বানান	দুর্যোগ, দূরত্ব
ন/ণ	ণত্ববিধান	উচ্চারণ, লক্ষণ
শ/ষ/স	ষত্ববিধান ও শব্দরীতি	নিষ্পাপ, পরিষ্কার, বিস্ময়
ত/ৎ	শব্দান্ত ও সন্ধি	ভবিষ্যৎ, জগৎ, হঠাৎ
যুক্তাক্ষর	যুক্তবর্ণের সঠিক রূপ	চিহ্ন, জ্ঞান, লক্ষ্মী

উদাহরণ:
অশুদ্ধ: দায়ীত্ব শুদ্ধ: দায়িত্ব
কারণ: 'দায়ী' শব্দে ঈ-কার থাকলেও 'ত্ব' প্রত্যয় যুক্ত হলে শুদ্ধ রূপ 'দায়িত্ব'।
অশুদ্ধ: উচ্চারন শুদ্ধ: উচ্চারণ
কারণ: শব্দটি 'উচ্চারণ'; এখানে 'ণ' হবে।

৩. শব্দার্থ যাচাইয়ের কৌশল

অনেক বাক্য বানানে শুদ্ধ হলেও শব্দার্থের ভুলে অশুদ্ধ হয়ে যায়। তাই শব্দের অর্থ, লিঙ্গ, প্রসঙ্গ ও ব্যবহার জানা জরুরি।

উদাহরণ:
অশুদ্ধ: মেয়েটি বিদ্বান। শুদ্ধ: মেয়েটি বিদুষী।
অশুদ্ধ: ছেলেটি বিদুষী। শুদ্ধ: ছেলেটি বিদ্বান।
এখানে ভুলটি বানানগত নয়, শব্দার্থ ও লিঙ্গগত। 'বিদুষী' নারীবাচক, 'বিদ্বান' পুরুষ বা সাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।

আরেকটি উদাহরণ:
অশুদ্ধ: সে আমার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে, তাই আমি তাকে ঘৃণা করি।
শুদ্ধ: সে আমার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে, তাই আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ।
এখানে 'সহানুভূতি' শব্দের অর্থের সঙ্গে 'ঘৃণা' মেলে না। বাক্যের ভাব ও শব্দার্থের সামঞ্জস্য জরুরি।

৪. পদপ্রয়োগ ও পদবিন্যাস পরীক্ষা

বাক্যে কোন শব্দ বিশেষ্য, কোনটি বিশেষণ, কোনটি ক্রিয়াবিশেষণ, কোনটি অব্যয়– তা ঠিক না থাকলে বাক্য অশুদ্ধ হয়। বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণের ভুল প্রয়োগ খুব সাধারণ।
অশুদ্ধ: সে সুন্দর গান করে।
শুদ্ধ: সে সুন্দরভাবে গান করে।

অথবা, সে সুন্দর গান গায়।

প্রথম শুদ্ধ বাক্যে 'সুন্দরভাবে' ক্রিয়ার কাজ বোঝাচ্ছে; দ্বিতীয় বাক্যে 'সুন্দর' গানকে বিশেষিত করেছে। তাই প্রসঙ্গ অনুযায়ী রূপ বদলাতে হয়।

অশুদ্ধ: সাবধান পূর্বক রাস্তা পার হও।

শুদ্ধ: সাবধানে রাস্তা পার হও।

অশুদ্ধ: সে দ্রুতগামী হাঁটে।

শুদ্ধ: সে দ্রুত হাঁটে।

এখানে শব্দের পদ ও প্রয়োগ ঠিক করা হয়েছে।

৫. বচন, লিঙ্গ ও পুরুষ পরীক্ষা

বাংলায় বচনগত বাহুল্য একটি বড়ো সমস্যা। সব, সকল, বহু, অনেক, নানা ইত্যাদি শব্দ বহুবচন বোঝায়। এগুলোর সঙ্গে আবার রা, গণ, বৃন্দ প্রভৃতি যোগ করা সবসময় প্রয়োজনীয় নয়।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	কারণ
সব ছাত্ররা এসেছে।	সব ছাত্র এসেছে।/ছাত্ররা এসেছে।	দ্বৈত বহুবচন
সকল শিক্ষকগণ উপস্থিত।	সকল শিক্ষক উপস্থিত।/শিক্ষকগণ উপস্থিত।	বাহুল্য
অনেক লোকেরা বলেছে।	অনেক লোক বলেছে।/লোকেরা বলেছে।	পুনরুক্তি
শিক্ষকমন্ডলীগণ এসেছেন।	শিক্ষকমন্ডলী এসেছে।/শিক্ষকগণ এসেছেন।	দ্বৈত বহুবচন

পুরুষ ও সম্মানসূচক রীতিও দেখতে হবে।

অশুদ্ধ: তিনি তার কাজ করেছ।

শুদ্ধ: তিনি তাঁর কাজ করেছেন।

অশুদ্ধ: তুমি আপনার বই নাও।

শুদ্ধ: তুমি তোমার বই নাও।

অথবা, আপনি আপনার বই নিন।

৬. ক্রিয়া ও বাচ্য পরীক্ষা

কর্তা ও ক্রিয়ার সামঞ্জস্য না থাকলে বাক্য অশুদ্ধ হয়। একই সঙ্গে বাচ্যরীতি ভুল হলেও বাক্য দুর্বল হয়।

অশুদ্ধ: তারা মাঠে যাই।

শুদ্ধ: তারা মাঠে যায়।

এটি শুদ্ধ; কারণ কর্তা বহুবচন হলেও বাংলায় ক্রিয়া সবসময় ইংরেজির মতো বচনভেদে বদলায় না।

কিন্তু–

অশুদ্ধ: তিনি কাজটি করেছ।

শুদ্ধ: তিনি কাজটি করেছেন।

এখানে সম্মানসূচক কর্তার সঙ্গে সম্মানসূচক ক্রিয়া প্রয়োজন।

বাচ্যগত উদাহরণ:

অশুদ্ধ: বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।

শুদ্ধ: বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।

অশুদ্ধ: সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে।

শুদ্ধ: সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

অথবা, সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

৭. বাহুল্য বাদ দেওয়ার কৌশল

শুদ্ধ ভাষার একটি বড়ো গুণ সংক্ষিপ্ততা। একই অর্থের দুটি শব্দ একসঙ্গে বসলে তা বাহুল্য সৃষ্টি করে। বাহুল্য দোষ ভাষাকে ভারী, দুর্বল ও অপ্রাঞ্জল করে।

বাহুল্যপূর্ণ রূপ	শুদ্ধ রূপ
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ	প্রত্যক্ষ / চাক্ষুষ
শুধুমাত্র	শুধু / মাত্র
পুনরায় আবার	পুনরায় / আবার
সর্বপ্রথমে	প্রথমে

বাহুল্যপূর্ণ রূপ	শুদ্ধ রূপ
অগ্রিম পূর্বাভাস	পূর্বাভাস
সমূলসহ উৎপাটিত	সমূলে উৎপাটিত / মূলসহ উৎপাটিত
বর্তমান সময়ে এখন	বর্তমান সময়ে / এখন
প্রত্যেকটি সকল বিষয়	প্রত্যেকটি বিষয় / সকল বিষয়

উদাহরণ:

অশুদ্ধ: আমি ঘটনাটি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি।

শুদ্ধ: আমি ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছি।

অশুদ্ধ: তিনি পুনরায় আবার ফিরে এলেন।

শুদ্ধ: তিনি পুনরায় ফিরে এলেন।

অথবা, তিনি আবার ফিরে এলেন।

৮. বাগধারা ও প্রবাদ যাচাই

বাগধারা ও প্রবাদ ভাষার স্থির রূপ। এগুলোকে নিজের মতো বদলে দিলে শুদ্ধতা ও রস– উভয় নষ্ট হয়।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধিক সন্ন্যাসীতে তাঁতি নষ্ট।	অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
অতি লোভে গাজন নষ্ট।	অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
এক ঢিলে দুই মাছ।	এক ঢিলে দুই পাখি।
আকাশ থেকে পাতালে পড়া।	আকাশ থেকে পড়া।
ঘোড়ার ডিম পাড়া।	ঘোড়ার ডিম।

প্রবাদ ব্যবহার করার আগে তার প্রচলিত রূপ নিশ্চিত করতে হবে। প্রবাদে শব্দ বদলানো মানে তা সাংস্কৃতিক স্মৃতিরও বিকৃতি।

১. *“প্রয়োগ–অপপ্রয়োগ।” 10 Minute School। ভাষার অপপ্রয়োগের কারণ হিসেবে শব্দের অর্থগত ভুল ধারণা, শব্দগঠনের ভুল, উচ্চারণগত ত্রুটি ও বাক্যরীতির বিভ্রান্তির আলোচনা।*

৯. সাধু ও চলিত রীতি পর্যবেক্ষণ

একই লেখায় সাধু ও চলিত রীতির অকারণ মিশ্রণ গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে। বর্তমান প্রমিত গদ্যে চলিত রীতি বেশি ব্যবহৃত হলেও সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সাধু রীতি ব্যবহার করা যায়। তবে রীতি এক রাখতে হয়।

অশুদ্ধ	চলিত শুদ্ধ	সাধু শুদ্ধ
তাহারা করছে।	তারা করছে।	তাহারা করিতেছে।
আমাদের যেতে হইবে।	আমাদের যেতে হবে।	আমাদেরকে যাইতে হইবে।
তাহারা করল না।	তারা করল না।	তাহারা করিল না।
তোমরা আসিয়েছ।	তোমরা এসেছ।	তোমরা আসিয়াছ।

উদাহরণ:

অশুদ্ধ: তাহারা আজ স্কুলে যাচ্ছে।

শুদ্ধ: তারা আজ স্কুলে যাচ্ছে।

অথবা, তাহারা আজ স্কুলে যাইতেছে।

১০. বিদেশি অনুকরণ এড়ানোর কৌশল

বাংলা বাক্যে বিদেশি শব্দ ব্যবহারে সমস্যা নেই, যদি তা বাংলা শব্দ বা বাক্যরীতির সঙ্গে মানানসই হয়। কিন্তু বিদেশি বাক্যরীতি বা বিদেশি শব্দ সরাসরি বাংলায় বসালে বাক্য কৃত্রিম হয়ে যায়।

অনুবাদধর্মী রূপ	স্বাভাবিক বাংলা
আমি তোমাকে মিস করছি।	তোমার কথা মনে পড়ছে।
এটা আমার কাছে সেন্স করে না।	এটা যুক্তিসংগত মনে হয় না।
সে আমাকে কল দেবে।	সে আমাকে ফোন করবে।

ভাষা ধার নিতে পারে, কিন্তু বাক্যরীতি অন্ধভাবে অনুকরণ করলে ভাষার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়।

১১. পরীক্ষায় বাক্যশুদ্ধির উত্তর লেখার নিয়ম

পরীক্ষায় বাক্যশুদ্ধি লিখতে গেলে শুধু শুদ্ধ বাক্য লিখলেই অনেক সময় যথেষ্ট; তবে ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন হলে ভুলের কারণও লিখতে হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তররীতি

অশুদ্ধ: সব ছাত্ররা এসেছে। শুদ্ধ: সব ছাত্র এসেছে।

ব্যাখ্যাসহ উত্তররীতি

অশুদ্ধ: সব ছাত্ররা এসেছে। শুদ্ধ: সব ছাত্র এসেছে।

কারণ: 'সব' শব্দটি বহুবচন বোঝায়, তাই 'ছাত্ররা' শব্দে আবার 'রা' যোগ করা বাহুল্য। কারণ, বাংলায় একই পদের জন্য একাধিক বহুবচনজ্ঞাপক পদের ব্যবহার বিধেয় নয়।

সারণিভিত্তিক উত্তররীতি

অশুদ্ধ বাক্য	**শুদ্ধ বাক্য**	**ভুলের ধরন**
সব ছাত্ররা এসেছে।	সব ছাত্র এসেছে।	বচনগত বাহুল্য।
মেয়েটি বিদ্বান।	মেয়েটি বিদুষী।	লিঙ্গগত অপপ্রয়োগ।
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ।	প্রত্যক্ষ।	বাহুল্য দোষ।

পরীক্ষার খাতায় পরিষ্কারভাবে অশুদ্ধ ও শুদ্ধ আলাদা করে লিখলে উত্তর গ্রহণযোগ্য হয়।

অনুশীলনের জন্য আরও কিছু বাক্যে অশুদ্ধি সংশোধনের নমুনা

নানাবিধ কারণে বাক্যের অপপ্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। নিচে এ সম্বন্ধে আলোকপাত করা হলো—

১. **অশুদ্ধ** : এ মামলায় আমি সাক্ষী দেবো না। *[ঢা. '১৬]*
শুদ্ধ : এ মামলায় আমি সাক্ষ্য দেবো না।

২. **অশুদ্ধ** : চোরটাকে পূর্ণচন্দ্র দিয়ে বিদায় করো। *[রা. '১৯]*
শুদ্ধ : চোরটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করো।

৩. **অশুদ্ধ** : শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করব। *[রা., সি. '১৯]*
শুদ্ধ : শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করব।

৪. **অশুদ্ধ** : তদানীন্নকালে বাঙালি ব্রিটিশদের অধীন ছিল। *[কু. '১৯]*
শুদ্ধ : তদানীন্তন বাঙালি ব্রিটিশদের অধীন ছিল।

৫. **অশুদ্ধ** : কথাটি শুনে তিনি আশ্চর্য হলেন। *[কু. '১৯]*
শুদ্ধ : কথাটি শুনে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন।

৬. **অশুদ্ধ** : লোকটাকে পূর্ণচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দাও। *[দি. '১৯]*
শুদ্ধ : লোকটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দাও।

৭. **অশুদ্ধ** : যাবতীয় প্রাণীবৃন্দ এই গ্রহের বাসিন্দা।
শুদ্ধ : যাবতীয় প্রাণী এই গ্রহের বাসিন্দা।

৮. **অশুদ্ধ** : জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সংবাদ সম্মেলন বক্তৃতা করেন। *[কু. '১৯]*
শুদ্ধ : জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সংবাদ সম্মেলন করেন।

৯. **অশুদ্ধ** : কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়। *[কু. '১৯]*
শুদ্ধ : কাব্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।

১০. **অশুদ্ধ** : সম্প্রতি কয়েকটি নদীতে নাব্যতা সংকট দেখা দিয়েছে। *[কু. '১৯]*
শুদ্ধ : সম্প্রতি কয়েকটি নদীতে নাব্যসংকট দেখা দিয়েছে।

১১. **অশুদ্ধ** : শিক্ষক অন্যান্য বিষয়সমূহের আলোচনা করলেন। *[ব. '১৯]*
শুদ্ধ : শিক্ষক অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করলেন।

১২. **অশুদ্ধ** : আজ আমার কনিষ্ঠ বোনের বাগদান অনুষ্ঠান। *[দি. '১৯]*
শুদ্ধ : আজ আমার ছোটো বোনের বাগদান অনুষ্ঠান।

১৩. **অশুদ্ধ** : মামলা চালাতে গিয়ে লোকটি সর্বশান্ত হলো। *[ব. '১৯]*
শুদ্ধ : মামলা চালাতে গিয়ে লোকটি সর্বস্বান্ত হলো।

১৪. **অশুদ্ধ** : উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন। *[রা. '১৬, '০৪]*
শুদ্ধ : উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।

১৫. **অশুদ্ধ** : কুপুরুষের মতো কথা বলছ কেন? *[রা. '০৪]*
শুদ্ধ : কাপুরুষের মতো কথা বলছ কেন?

১৬. **অশুদ্ধ** : সকল ছাত্রগণ ক্লাসে উপস্থিত ছিল। *[চ. '০৩]*
শুদ্ধ : সকল ছাত্র ক্লাসে উপস্থিত ছিল।

১৭. **অশুদ্ধ** : সূর্য উদয় হয়েছে। *[চ. '০৮, '০৩]*
শুদ্ধ : সূর্য উদিত হয়েছে।

১৮. **অশুদ্ধ** : তিনি আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভাষণ দেবে।
শুদ্ধ : তিনি আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভাষণ দেবেন।

১৯. **অশুদ্ধ** : প্রয়াত কবিকে আমরা সবাই অশ্রুজলে বিদায় দিলাম।
শুদ্ধ : প্রয়াত কবিকে আমরা চোখের জলে বিদায় দিলাম।

২০. **অশুদ্ধ** : তাহারা সবাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।
শুদ্ধ : তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।
২১. **অশুদ্ধ** : তোমার তথ্য গ্রাহ্যযোগ্য নয়।
শুদ্ধ : তোমার তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়।
২২. **অশুদ্ধ** : অতিলোভে তাতী নষ্ট। *[ঢা. '০৩]*
শুদ্ধ : অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
২৩. **অশুদ্ধ** : অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।
শুদ্ধ : অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।
২৪. **অশুদ্ধ** : পরবর্তীতে আপনি আবার আসবেন।
শুদ্ধ : পরবর্তী সময়ে আপনি আবার আসবেন।
২৫. **অশুদ্ধ** : তাহারা মাঠে খেলা করছে।
শুদ্ধ : তারা মাঠে খেলা করছে।
২৬. **অশুদ্ধ** : ঢেঁকি বেহেস্তে গেলেও ধান ভানে। *[রা. '০১]*
শুদ্ধ : ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।
২৭. **অশুদ্ধ** : হাটে কলস ভাজ্ঞা। *[রা. '০১]*
শুদ্ধ : হাটে হাঁড়ি ভাঙা।
২৮. **অশুদ্ধ** : যাকে দেখতে নারি তার হাঁটা বাঁকা। *[রা. '০১]*
শুদ্ধ : যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।
২৯. **অশুদ্ধ** : সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন। *[রা. '০৬]*
শুদ্ধ : সকল সভ্য এখানে উপস্থিত ছিলেন।
৩০. **অশুদ্ধ** : অধ্যায়নই ছাত্রদের তপস্যা। *[ঢা. '০৩]*
শুদ্ধ : অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।
৩১. **অশুদ্ধ** : এতে গৌরব লোপ হয়েছে। *[সকল বো. '১৮]*
শুদ্ধ : এতে গৌরব নাশ হয়েছে।
৩২. **অশুদ্ধ** : সারথি কশাঘাত করিবামাত্র ঘোড়াগুলি বায়ুবেগে ধাবমান হইল। *[চ. '০৩]*
শুদ্ধ : সারথি কশাঘাত করিবামাত্র অশ্বগুলো বায়ুবেগে ধাবমান হইল।
৩৩. **অশুদ্ধ** : 'গীতাঞ্জলী' রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। *[ঢা. '১৯]*
শুদ্ধ : 'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ।
৩৪. **অশুদ্ধ** : 'গীতাঞ্জলী' পড়েছ কী? *[চ. '০৫]*
শুদ্ধ : 'গীতাঞ্জলি' পড়েছ কী?
৩৫. **অশুদ্ধ** : আমার এ কাজে সহযোগীতা নেই।
শুদ্ধ : আমার এ কাজে সহযোগিতা নেই।
৩৬. **অশুদ্ধ** : ফেলো টাকা মাখো তেল। *[কু. '১৯]*
শুদ্ধ : ফেলো কড়ি মাখো তেল।
৩৭. **অশুদ্ধ** : সব পাখিরা উড়ে গেল। *[ঢা. '১৯]*
শুদ্ধ : পাখিরা উড়ে গেল।
৩৮. **অশুদ্ধ** : আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পন্যতা অনুচিৎ। *[চ. '০৫]*
শুদ্ধ : আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
৩৯. **অশুদ্ধ** : সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। *[ব. '১৭, '১৬]*
শুদ্ধ : সে সভায় উপস্থিত ছিল।
অথবা, তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন।
৪০. **অশুদ্ধ** : উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়। *[ব. '১৯; কু. '১৭]*
শুদ্ধ : উপরিউক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
৪১. **অশুদ্ধ** : দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য কৃচ্ছতা সাধন দরকার। *[সি. '১৭]*
শুদ্ধ : দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য কৃচ্ছ্র সাধন দরকার।

৪২. **অশুদ্ধ** : আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি *[কু. '১৯; চ. '১৭; রা. '১৬; কু. '১২]*
শুদ্ধ : আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
অথবা, আমি এ ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছি।
৪৩. **অশুদ্ধ** : বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে। *[চ. '১৭; রা. '১৬; কু. '০৮; চ. '০৫]*
শুদ্ধ : বৃক্ষটি সমূলে বা মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।
৪৪. **অশুদ্ধ** : এ বিষয়ে অজ্ঞানতাই তার পতনের কারণ। *[য. '১৯; সি. '১৭]*
শুদ্ধ : এ বিষয়ে অজ্ঞতাই তার পতনের কারণ।
৪৫. **অশুদ্ধ** : আমরা তার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি। *[য. '১৯; সি. '১৭]*
শুদ্ধ : আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।
৪৬. **অশুদ্ধ** : তিনি স্বস্ত্রীক নিউমার্কেটে গিয়েছেন। *[য. '১৯; সি. '১৭]*
শুদ্ধ : তিনি সস্ত্রীক (স্ত্রীসহ) নিউমার্কেটে গিয়েছেন।
৪৭. **অশুদ্ধ** : আমি, তুমি ও তিনি আজ বাগানে যাবেন। *[চ. '১৭]*
শুদ্ধ : তিনি, তুমি ও আমি আজ বাগানে যাব।
৪৮. **অশুদ্ধ** : দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের অশ্রুজল সংবরণ করতে পারল না। *[য. '১৯; সি, '১৭]*
শুদ্ধ : দুঃসংবাদটি শুনে সে অশ্রু সংবরণ করতে পারল না।
অথবা, দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের জল সংবরণ করতে পারল না।
৪৯. **অশুদ্ধ** : বর্তমানে খাঁটি গোরুর দুধ পাওয়া মুশকিল। *[কু. '১৬]*
শুদ্ধ : বর্তমানে গোরুর খাঁটি দুধ পাওয়া মুশকিল।
৫০. **অশুদ্ধ** : ষড়ঋতুর সমাহারের দেশ বাংলাদেশ। *[দি. '১৭]*
শুদ্ধ : ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ।
৫১. **অশুদ্ধ** : আমি আপনার জ্ঞাতার্থে এই সংবাদ লিখিলাম।
শুদ্ধ : আমি আপনার অবগতির জন্য এ সংবাদ লিখিলাম।
৫২. **অশুদ্ধ** : আমি অহর্নিশি সে কথাই ভেবেছি। *[ঢা. '১৬]*
শুদ্ধ : আমি অহর্নিশ সে কথাই ভেবেছি।
৫৩. **অশুদ্ধ** : অপরাহ্ন লিখতে অনেকেই ভুল করে। *[সি. '১৯; দি. '১৬]*
শুদ্ধ : অপরাহ্ণ লিখতে অনেকেই ভুল করে।
৫৪. **অশুদ্ধ** : নদীর জলে অস্তমান সূর্যের ছায়া পড়েছে। *[দি. '১৬]*
শুদ্ধ : নদীর জলে অস্তায়মান সূর্যের ছায়া পড়েছে।
৫৫. **অশুদ্ধ** : বিপদগ্রস্থকে সাহায্য করো।
শুদ্ধ : বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করো।
৫৬. **অশুদ্ধ** : শিল্লায়নের সাহায্যে দেশ সমৃদ্ধশালী হইতে পারে।
শুদ্ধ : শিল্লায়নের সাহায্যে দেশ সমৃদ্ধ হইতে পারে।
৫৭. **অশুদ্ধ** : উহার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হইয়াছি।
শুদ্ধ : উহার উদ্ধত (বা ঔদ্ধত্যপূর্ণ) আচরণে ব্যথিত হইয়াছি।
৫৮. **অশুদ্ধ** : ঘটনাটি শুনিয়া গ্রামবাসী আশ্চর্য হইল।
শুদ্ধ : ঘটনাটি শুনিয়া গ্রামবাসী আশ্চর্যান্বিত হইল।
৫৯. **অশুদ্ধ** : অপমান হওয়ার ভয় নেই। *[দি. '১৭; চ. '১০]*
শুদ্ধ : অপমানিত হওয়ার ভয় নেই।
৬০. **অশুদ্ধ** : মাতাহীন শিশুর কী দুঃখ! *[চ. '১৯]*
শুদ্ধ : মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ!

৬১. **অশুদ্ধ** : আগত পরীক্ষায় প্রথম হইবার জন্য সে চেষ্টা করিতেছে।
শুদ্ধ : আগামী পরীক্ষায় প্রথম হইবার জন্য সে চেষ্টা করিতেছে।
৬২. **অশুদ্ধ** : আমি তাহার সাক্ষাৎ পাই নাই।
শুদ্ধ : আমি তাহার দেখা পাই নাই।
৬৩. **অশুদ্ধ** : তিনি আরোগ্য হইয়াছেন।
শুদ্ধ : তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।
৬৪. **অশুদ্ধ** : এই কাজে স্বার্থকতা লাভ করিতে চাহিলে আরও মনোযোগ দিতে হইবে।
শুদ্ধ : এই কাজে সার্থকতা লাভ করিতে চাহিলে আরও মনোযোগ করিতে হইবে।
৬৫. **অশুদ্ধ** : আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে। *[রা. '১৬; চ. '০৮]*
শুদ্ধ : আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।
৬৬. **অশুদ্ধ** : তাহার দুর্দমনীয় অধ্যবসায় সত্যিই প্রশংসনীয়।
শুদ্ধ : তাহার অধ্যবসায় সত্যিই প্রশংসনীয়।
৬৭. **অশুদ্ধ** : হস্তীটি অপরিসীম স্থূল।
শুদ্ধ : হস্তীটি অত্যন্ত স্থূলকায়।
৬৮. **অশুদ্ধ** : মেয়েটি স্বয়ম্বর।
শুদ্ধ : মেয়েটি স্বয়ংবরা।
৬৯. **অশুদ্ধ** : তাহার কথা আমার স্মৃতিপথে জাগরুক থাকিবে।
শুদ্ধ : তাহার কথা আমার স্মৃতিপথে অঙ্কিত থাকিবে।
৭০. **অশুদ্ধ** : বাংলাদেশে নানাবিধ পক্ষীগণ দেখা যায়।
শুদ্ধ : বাংলাদেশে নানাবিধ পক্ষী দৃষ্ট হয়।
৭১. **অশুদ্ধ** : তোমার কথা তোমার আম্মা বলেন আমাকে সর্বদাই।
শুদ্ধ : তোমার আম্মা সর্বদাই আমাকে তোমার কথা বলেন।
৭২. **অশুদ্ধ** : কথাটা শুনিয়া তিনি কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করিলেন।
শুদ্ধ : কথাটা শুনিয়া তিনি কপটাশ্রু বিসর্জন করিলেন।
৭৩. **অশুদ্ধ** : চোখে হলুদফুল দেখছি। *[য. '১৬]*
শুদ্ধ : চোখে সর্ষেফুল দেখছি।
৭৪. **অশুদ্ধ** : গতকালের সভায় সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। *[চ. '১০]*
শুদ্ধ : গতকালের সভায় সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।
৭৫. **অশুদ্ধ** : ইহা প্রমাণ হইয়াছে। *[রা. '০৬]*
শুদ্ধ : ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।
৭৬. **অশুদ্ধ** : চন্ডিদাস মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।
শুদ্ধ : চণ্ডীদাস মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি।
৭৭. **অশুদ্ধ** : সে আসুক না আসুক তাতে আমার কী?
শুদ্ধ : সে আসুক কিংবা না আসুক তাতে আমার কী?
৭৮. **অশুদ্ধ** : দুর্বলবশত তিনি আসিতে পারেন নাই। *[য. '১৬]*
শুদ্ধ : দুর্বলতাবশত তিনি আসিতে পারেন নাই।
৭৯. **অশুদ্ধ** : বঙ্কিমচন্দ্রের ভয়ংকর প্রতিভা ছিল। *[দি. '১৬]*
শুদ্ধ : বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা ছিল।
৮০. **অশুদ্ধ** : আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নাই। *[কু. '০৫]*
শুদ্ধ : আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই।
৮১. **অশুদ্ধ** : সকল লোকেরাই সেখানে উপস্থিত ছিল। *[দি. '১৬*
শুদ্ধ : সকল লোক সেখানে উপস্থিত ছিল।
৮২. **অশুদ্ধ** : আমাদের উচিৎ নহে উন্নতির পথে কুঠারাঘাত করা।
শুদ্ধ : উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা আমাদের উচিত নহে।

৮৩. **অশুদ্ধ** : ব্যাকুলিত চিত্তে আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম।
শুদ্ধ : ব্যাকুলতচিত্তে আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম।
৮৪. **অশুদ্ধ** : দৈন্য সর্বদা সময়ে মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়।
শুদ্ধ : দৈন্য সবসময় মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়।
৮৫. **অশুদ্ধ** : দৈন্যতা সবসময় ভালো নয়। *[য. '১৬]*
শুদ্ধ : দীনতা সবসময় ভালো নয়।
৮৬. **অশুদ্ধ** : নতুন নতুন ছেলেগুলো উৎপাত করছে। *[চ. '০৮]*
শুদ্ধ : নতুন ছেলেগুলো উৎপাত করছে।
৮৭. **অশুদ্ধ** : রবীন্দনাথ ভয়ংকর কবি ছিলেন। *[চ. '০৮]*
শুদ্ধ : রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি ছিলেন।
৮৮. **অশুদ্ধ** : মহারাজা সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।
[সি. '১৯; রা. '১৬, '০৬]
শুদ্ধ : মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।
৮৯. **অশুদ্ধ** : তোমাকে আমার অদেয়তা কিছু নাই।
শুদ্ধ : তোমাকে আমার অদেয় কিছু নাই।
৯০. **অশুদ্ধ** : যাবতীয় লোকসমূহ সভায় উপস্থিত ছিল।
শুদ্ধ : যাবতীয় লোক সভায় উপস্থিত ছিল।
৯১. **অশুদ্ধ** : দারিদ্রতাকে জয় করতে তোমার ইচ্ছাই যথেস্ট।*[ব. '১৬]*
শুদ্ধ : দারিদ্র্য জয় করতে তোমার ইচ্ছাই যথেস্ট।
৯২. **অশুদ্ধ** : কথা সঠিক নয়। *[চ. '০৮]*
শুদ্ধ : কথা ঠিক নয়।
৯৩. **অশুদ্ধ** : সকল ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগা নয়। *[কু. '০৮]*
শুদ্ধ : ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগী নয়।
৯৪. **অশুদ্ধ** : তাহার চেস্টা নিস্ফল হইল।
শুদ্ধ : তাহার চেস্টা নিষ্ফল হইল।
৯৫. **অশুদ্ধ** : নিরপরাধী নিস্পাপীকে শাস্তি দেবে কে?
শুদ্ধ : নিরপরাধ নিস্পাপীকে শাস্তি দেবে কে?
৯৬. **অশুদ্ধ** : কারও দৈন্যতা নিয়ে উপহাস কোরো না।
[ঢা. '১৬]
শুদ্ধ : কারও দীনতা নিয়ে উপহাস কোরো না।
৯৭. **অশুদ্ধ** : ইহা একটি কিম্বদন্তী।
শুদ্ধ : ইহা একটি কিংবদন্তি।
৯৮. **অশুদ্ধ** : গণিতশাস্ত্র সকলের নিকট নিরস নহে।
শুদ্ধ : গণিতশাস্ত্র সকলের নিকট নীরস নহে।
৯৯. **অশুদ্ধ** : আদ্যান্ত শুনিয়া তিনি চমকি উঠিলেন।
শুদ্ধ : আদ্যন্ত শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন।
১০০. **অশুদ্ধ** : যশ লাভ করিবার জন্য তাহার আকাঙ্খা খুব বেশি।
শুদ্ধ : যশোলাভ করিবার জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা খুব বেশি।
১০১. **অশুদ্ধ** : হিমালয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর পর্বত।
শুদ্ধ : হিমালয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্বত।
১০২. **অশুদ্ধ** : কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় শিং। *[কু. '১২]*
শুদ্ধ : কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কই।
১০৩. **অশুদ্ধ** : তাহার সাংঘাতিক আনন্দ হইল।
শুদ্ধ : তাহার অপরিসীম আনন্দ হইল।
১০৪. **অশুদ্ধ** : আমার এ কাজে মনোযোগিতা নাই।

শুদ্ধ : আমার এ কাজে মনোযোগ নাই।
১০৫. অশুদ্ধ : তাহারা শব পোড়াইতে গেল।
শুদ্ধ : তাহারা শব দাহ করিতে গেল।
১০৬. অশুদ্ধ : এমন অসহ্যনীয় ব্যথা আমি আর কখনো অনুভব করি নাই।
শুদ্ধ : এমন অসহ্য/অসহনীয় ব্যথা আমি আর কখনো অনুভব করি নাই।
১০৭. অশুদ্ধ : সুখ–দুঃখের অনুভূতি ধনী নির্ধনি সকলেরই সমান।
শুদ্ধ : সুখ–দুঃখের অনুভূতি ধনী–নির্ধনি সকলেরই একরূপ।
১০৮. অশুদ্ধ : শরীর অসুস্থের জন্য আমি কাল আসিতে পারি নাই।
শুদ্ধ : অসুস্থতার জন্য আমি কাল আসিতে পারি নাই।
১০৯. অশুদ্ধ : আবশ্যকীয় বিছনাপত্র সঙ্গে আনবে। *[কু. '০৮]*
শুদ্ধ : আবশ্যক বিছানাপত্র সঙ্গে আনবে।
১১০. অশুদ্ধ : হীন চরিত্রবান লোক পশ্বাধম।
শুদ্ধ : চরিত্রহীন লোক পশ্বাধম।
১১১. অশুদ্ধ : দশচক্রে ঈশ্বর ভূত। *[রা. '১৬; কু., চ. '০৮]*
শুদ্ধ : দশচক্রে ভগবান ভূত।
১১২. অশুদ্ধ : আমি 'গীতাঞ্জলী' পড়িয়াছি।
শুদ্ধ : আমি 'গীতাঞ্জলি' পড়িয়াছি।
১১৩. অশুদ্ধ : চন্দ্র উদয় হইল।
শুদ্ধ : চন্দ্র উদিত হইল।
১১৪. অশুদ্ধ : সকল সভ্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। *[চ. '১৯]*
শুদ্ধ : সকল সভ্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।
১১৫. অশুদ্ধ : তাহাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখিতে পাই।
শুদ্ধ : তাহাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখিতে পাই।
১১৬. অশুদ্ধ : নিশ্চয় সংবাদ পাইয়াছ কি?
শুদ্ধ : নিশ্চিত সংবাদ পাইয়াছ কি?
১১৭. অশুদ্ধ : নীরোগী লোক প্রকৃত সুখী। *[ঢা. '১৬]*
শুদ্ধ : নীরোগ লোক প্রকৃত সুখী।
১১৮. অশুদ্ধ : নূরজাহান পরমসুন্দরী ছিলেন।
শুদ্ধ : নূরজাহান পরমাসুন্দর ছিলেন।
১১৯. অশুদ্ধ : এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হইল।
শুদ্ধ : এই দুর্ঘটনা দর্শনে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।
১২০. অশুদ্ধ : অভাবগ্রস্ত লোকটি তাহার দুরাবস্থার কথা সাশ্রুনয়ণে বর্ণনা করিল।
শুদ্ধ : অভাবগ্রস্ত লোকটি তাহার দুরবস্থার কথা অশ্রুভরা নয়নে বর্ণনা করিল।
১২১. অশুদ্ধ : দেবী অন্তর্ধান হইলেন।
শুদ্ধ : দেবী অন্তর্ধান করিলেন বা অন্তর্হিতা হইলেন।
১২২. অশুদ্ধ : সে বড়ো মনোকষ্টে আছে।
শুদ্ধ : সে বড়ো মনঃকষ্টে আছে।
১২৩. অশুদ্ধ : শকুনের দোয়ায় হাতি মরে না। *[ব. '১৬]*
শুদ্ধ : শকুনের দোয়ায় গোরু মরে না।
১২৪. অশুদ্ধ : অন্যান্য বিষয়গুলোর আলোচনা পরে হবে।
[কু. '১৬]
শুদ্ধ : অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা পরে হবে।
১২৫. অশুদ্ধ : তাহার এখন সংকট অবস্থা।
শুদ্ধ : তাহার এখন সংকটাপন্ন অবস্থা।
১২৬. অশুদ্ধ : সে গাছ হইতে অবতরণ করিল।

শুদ্ধ : সে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল।

১২৭. অশুদ্ধ : মেয়েটি সুকেশিনী এবং সুহাসি।

শুদ্ধ : মেয়েটি সুকেশা এবং সুহাসিনী।

১২৮. অশুদ্ধ : আজকালকার মেয়েরা যেমন মুখরা তেমন বিদ্যানও বটে।

শুদ্ধ : আজকালকার মেয়েরা যেমন মুখরা, তেমন বিদুষীও বটে।

১২৯. অশুদ্ধ : তিনি স্বস্ত্রীক ঢাকায় থাকেন। *[কু. '০৮]*

শুদ্ধ : তিনি সস্ত্রীক ঢাকায় থাকেন।

১৩০. অশুদ্ধ : আগত শনিবারে তারা যাবে। *[কু. '১৬]*

শুদ্ধ : আগামী শনিবারে তারা যাবে।

১৩১. অশুদ্ধ : রোগের বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শুদ্ধ : রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৩২. অশুদ্ধ : বিপদ হইতে সতর্কিত থাকিও।

শুদ্ধ : বিপদ হইতে সতর্ক থাকিও।

১৩৩. অশুদ্ধ : স্বজনেরা মরাদাহ করতে শ্মশানে গেছেন।

শুদ্ধ : স্বজনেরা শবদাহ করতে শ্মশানে গেছেন।

১৩৪. অশুদ্ধ : কেবলমাত্র গায়ের জোরে সব কাজ হয় না। *[ব. '১৯]*

শুদ্ধ : কেবল গায়ের জোরে সব কাজ হয় না।

১৩৫. অশুদ্ধ : বন্দরে কয়েকটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে। *[ব. '১৯]*

শুদ্ধ : বন্দরে কয়েকটি ডিপার্টমেন্ট স্টোর আছে।

১৩৬. অশুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ। *[ব. '১৯]*

শুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

১৩৭. অশুদ্ধ : আসছে ২ এপ্রিল, ২০১৯ আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে।

শুদ্ধ : আগামী ২রা এপ্রিল, ২০১৯ আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে।

১৩৮. অশুদ্ধ : এক পৌষে শীত যায় না। *[ব. '১৯]*

শুদ্ধ : এক মাঘে শীত যায় না।

১৩৯. অশুদ্ধ : দারিদ্র্যতা আমাদের অভিশাপ। *[ঢা. '১৯]*

শুদ্ধ : দরিদ্রতা আমাদের অভিশাপ।

১৪০. অশুদ্ধ : পাতায় পাতায় পড়ে শিশির নিশির। *[ঢা. '১৯]*

শুদ্ধ : পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।

১৪১. অশুদ্ধ : বাড়ির মালিক যে পিঠ প্রদর্শন করেছিল তা নয়। *[চ. '০৩]*

শুদ্ধ : বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল, তা নয়।

১৪২. অশুদ্ধ : সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তভাবেই কাম্য।

শুদ্ধ : সমৃদ্ধিশালী/সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।

১৪৩. অশুদ্ধ : ঘটনাটি অত্যান্ত লজ্জাষ্কর। *[ব. '১৯]*

শুদ্ধ : ঘটনাটি অত্যন্ত লজ্জাকর।

১৪৪. অশুদ্ধ : আমি সন্তোষ হলাম। *[ঢা. '০৩]*

শুদ্ধ : আমি সন্তুষ্ট হলাম।

১৪৫. অশুদ্ধ : পরোপকার মনুষত্বের পরিচায়ক।

শুদ্ধ : পরোপকার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।

১৪৬. অশুদ্ধ : যাবতীয় প্রাণীরাই এই গ্রহের বাসিন্দা। *[দি. '১৯]*

শুদ্ধ : যাবতীয় প্রাণী এই গ্রহের বাসিন্দা।

১৪৭. অশুদ্ধ : শ্রাবণী অত্যন্ত বুদ্ধিমান মেয়ে।

শুদ্ধ : শ্রাবণী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী।
১৪৮. অশুদ্ধ : সকল সদস্যগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।
শুদ্ধ : সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।
১৪৯. অশুদ্ধ : ভাত ধ্বংস করা। *[রা. '০১]*
শুদ্ধ : অন্ন ধ্বংস করা।
১৫০. অশুদ্ধ : অতিশয় দুঃখিত হলাম। *[ঢা. '০৩]*
শুদ্ধ : অত্যন্ত দুঃখিত হলাম।
১৫১. অশুদ্ধ : কন্যার বাপ সবুর করিতে পারতেন। কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। *[চ. '০৩]*
শুদ্ধ : কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।
১৫২. অশুদ্ধ : মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমান। *[ঢা. '১৯]*
শুদ্ধ : মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী।
১৫৩. অশুদ্ধ : মাছগুলোদের দাম কত? *[কু. '০৫]*
শুদ্ধ : মাছগুলোর দাম কত?
১৫৪. অশুদ্ধ : পরবর্তীতে আপনি এলে ভালো হবে। *[চ. '১০]*
শুদ্ধ : পরবর্তী সময়ে আপনি এলে ভালো হবে।
১৫৫. অশুদ্ধ : সুশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।
শুদ্ধ : শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।
১৫৬. অশুদ্ধ : এখানে খাঁটি গোরুর দুধ পাওয়া যায়।
শুদ্ধ : এখানে গোরুর খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।
১৫৭. অশুদ্ধ : বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি।
[সি. '১৯; চ. '১৬]
শুদ্ধ : বিশ্বে বাংলা ভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি।
১৫৮. অশুদ্ধ : তুমি নির্দোষী নও।
শুদ্ধ : তুমি নির্দোষ নও।
১৫৯. অশুদ্ধ : তিনি সানন্দিত চিত্তে সম্মতি দিলেন।
শুদ্ধ : তিনি সানন্দচিত্তে সম্মতি দিলেন।
১৬০. অশুদ্ধ : তিনি মনোকষ্টে কাল কাটাচ্ছেন।
শুদ্ধ : তিনি মনঃকষ্টে কাল কাটাচ্ছেন।
১৬১. অশুদ্ধ : এমন লজ্জাস্কর ব্যাপার যে ঘটবে তাহা কদাপিও চিন্তা করিনি।
শুদ্ধ : এমন লজ্জাকর ব্যাপার যে ঘটবে তা কদাপি চিন্তা করিনি।
১৬২. অশুদ্ধ : পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণীয়মান। *[য. '১৬]*
শুদ্ধ : পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান।
১৬৩. অশুদ্ধ : অত্যন্ত গরমে কষ্ট পাচ্ছি, বাতাস করিতেছ না কেন?
শুদ্ধ : অত্যন্ত গরমে কষ্ট পাচ্ছি, বাতাস করছ না কেন?
১৬৪. অশুদ্ধ : আজকাল বিদ্বান মেয়ের অভাব নেই।
শুদ্ধ : আজকাল বিদুষী মেয়ের অভাব নেই।
১৬৫. অশুদ্ধ : পরপকার মনুষ্যত্বের পরিচয়।
শুদ্ধ : পরোপকার মনুষ্যত্বের পরিচয়।
১৬৬. অশুদ্ধ : তোমার তিরষ্কার বা পুরষ্কার কিছুই চাই না।
শুদ্ধ : তোমার তিরস্কার বা পুরস্কার কিছুই চাই না।
১৬৭. অশুদ্ধ : নিরপরাধী লোক কাউকে ভয় করে না।
শুদ্ধ : নিরপরাধ লোক কাউকে ভয় করে না।
১৬৮. অশুদ্ধ : মুহুর্তকাল নিরব থেকে সে বলল, "আমার কেউ নেই।"
শুদ্ধ : মুহূর্তকাল নীরব থেকে সে বলল, "আমার কেউ নেই।"
১৬৯. অশুদ্ধ : তিনি শিরোপীড়ায় ভুগছেন।

শুদ্ধ : তিনি শিরঃপীড়ায় ভুগছেন।

১৭০. অশুদ্ধ : ছেলেটি দুর্দান্ত মেধাবী।

শুদ্ধ : ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।

১৭১. অশুদ্ধ : তিনি স্বস্ত্রীক বেড়াতে গেছেন। *[চ. '০৫]*

শুদ্ধ : তিনি সস্ত্রীক বেড়াতে গেছেন।

১৭২. অশুদ্ধ : আমার কথাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হলো। *[দি. '১৯]*

শুদ্ধ : আমার কথাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হলো।

১৭৩. অশুদ্ধ : আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অনুচিত। *[সি. '১৬]*

শুদ্ধ : অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অনুচিত।

১৭৪. অশুদ্ধ : সব ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের আতিথ্য সংকার করা উচিৎ।

শুদ্ধ : সব ধনাঢ্য ব্যক্তির অতিথি সংকার করা উচিত।

১৭৫. অশুদ্ধ : পড়াশুনায় তোমার মনোযোগিতা দেখছি না।

শুদ্ধ : পড়াশোনায় তোমার মনোযোগ দেখছি না।

১৭৬. অশুদ্ধ : আমি তোমাকে অন্তরের অন্তঃস্থল হতে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শুদ্ধ : আমি তোমাকে অন্তরের অন্তস্তল হতে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

১৭৭. অশুদ্ধ : পক্ষীরা নীড়ে বসে কুঞ্জন করছে।

শুদ্ধ : পাখিসব নীড়ে বসে কজন করছে।

১৭৮. অশুদ্ধ : শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য মনের প্রসারতা বর্ধন।

শুদ্ধ : শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য মনের প্রসার ঘটানো।

১৭৯. অশুদ্ধ : তিনি এই ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছেন।

শুদ্ধ : তিনি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন।

১৮০. অশুদ্ধ : মুমূর্ষ ব্যক্তির সেবা করবে।

শুদ্ধ : মুমূর্ষু ব্যক্তির সেবা করবে।

১৮১. অশুদ্ধ : অন্তসত্তা মহিলা মাতৃসদনে আগমন করলেন।

শুদ্ধ : অন্তঃসত্ত্বা মহিলা মাতৃসদনে আগমন করলেন।

১৮২. অশুদ্ধ : অল্পদিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হলেন। *[চ. '১৬]*

শুদ্ধ : অল্পদিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।

১৮৩. অশুদ্ধ : মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে মগ্ন।

শুদ্ধ : মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে দগ্ধ।

১৮৪. অশুদ্ধ : ক্ষমা একটি মহান গুণ।

শুদ্ধ : ক্ষমা একটি মহৎগুণ।

১৮৫. অশুদ্ধ : আমি তার আচরণে সন্তোষ হলাম।

শুদ্ধ : আমি তার আচরণে সন্তুষ্ট হলাম।

১৮৬. অশুদ্ধ : জ্যোৎস্না রাত বড়োই মাধুর্যময়।

শুদ্ধ : জ্যোৎস্না রাত বড়োই মধুর বা মধুময়।

১৮৭. অশুদ্ধ : তিনি সত্য সাক্ষী দিলেন।

শুদ্ধ : তিনি সত্য সাক্ষ্য দিলেন।

১৮৮. অশুদ্ধ : তার গলা বাষ্পরুদ্ধ হলো।

শুদ্ধ : তার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হলো।

১৮৯. অশুদ্ধ : তোমাদের ঐক্যতা থাকা দরকার।

শুদ্ধ : তোমাদের ঐক্য বা একতা থাকা দরকার।

১৯০. অশুদ্ধ : যুদ্দ শেষ হইল।

শুদ্ধ : যুদ্ধ সমাপ্ত হইল।

১৯১. অশুদ্ধ : দুস্কৃতিকারীরা তাহার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে।

শুদ্ধ : দুষ্কৃতকারীরা তাহার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে।

১৯২. অশুদ্ধ : সবিনয় পূর্বক নিবেদন।
শুদ্ধ : বিনয়পূর্বক বা সবিনয়ে নিবেদন।
১৯৩. অশুদ্ধ : সব ছাত্ররা উপস্থিত আছে। *[ঢা. '১৭]*
শুদ্ধ : সব ছাত্র উপস্থিত আছে।
অথবা, ছাত্ররা উপস্থিত আছে।
১৯৪. অশুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল রাষ্ট্র।
[দি. '১৯; কু. '১৭, '০৮; দি., রা., চ., য. '১৬; কু. '১২]
শুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
শুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।
অথবা, বাংলাদেশ একটি উন্নতিশীল দেশ।
১৯৫. অশুদ্ধ : একথা প্রমাণ হয়েছে। *[য. '১৭; সি. '১৬; চ. '১০]*
শুদ্ধ : একথা প্রমাণিত হয়েছে।
১৯৬. অশুদ্ধ : বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। *[ঢা. '১৭; চ. '০৫]*
শুদ্ধ : বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
১৯৭. অশুদ্ধ : তার পানিতে সমাধি হয়েছে। *[রা. '১৭]*
শুদ্ধ : তার সলিলসমাধি হয়েছে।
১৯৮. অশুদ্ধ : দৈন্যতা কোনো সময়ই প্রশংসনীয় নয়।
[য. '১৯; সি. '১৭]
শুদ্ধ : দৈন্য (দীনতা) কোনো সময়ই প্রশংসনীয় নয়।
১৯৯. অশুদ্ধ : আমার টাকার আবশ্যক নাই। *[সি. '১৯; ঢা. '১৭]*
শুদ্ধ : আমার টাকার আবশ্যকতা নাই।
২০০. অশুদ্ধ : এটি লজ্জাস্কর ব্যাপার। *[চ. '১৯; ঢা., দি. '১৭;
চ. '০৮, '০৫]*
শুদ্ধ : এটি লজ্জাকর ব্যাপার।
২০১. অশুদ্ধ : অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা। *[য. '১৭]*
শুদ্ধ : অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।
২০২. অশুদ্ধ : তার বৈমাত্রেয় সহোদর ডাক্তার। *[য., চ. '১৭;
কু. বো. '১২]*
শুদ্ধ : তার সৎভাই ডাক্তার।
২০৩. অশুদ্ধ : আমি সাক্ষী দিব না। *[য. '১৭]*
শুদ্ধ : আমি সাক্ষ্য দেবো না।
২০৪. অশুদ্ধ : অশ্রু জলে বুক ভেসে গেল। *[ঢা., দি. '১৭; চ. '১৯]*
শুদ্ধ : অশ্রুতে বুক ভেসে গেল।
অথবা, চোখের জলে বুক ভেসে গেল।
২০৫. অশুদ্ধ : ছেলেটি বংশের মাথায় চুনকালি দিল। *[ঢা. '১৭]*
শুদ্ধ : ছেলেটি বংশের মুখে চুনকালি দিল।
২০৬. অশুদ্ধ : হৃষিতা বুদ্ধিমান মেয়ে। *[রা. '১৭]*
শুদ্ধ : হৃষিতা বুদ্ধিমতী।
২০৭. অশুদ্ধ : আমৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাব।
[রা., ব. '১৭; ঢা. '১৬]
শুদ্ধ : আমৃত্যু/মৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাব।
২০৮. অশুদ্ধ : প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করাই বড়ো কথা।
[সি. '১৯; কু. '১৭]
শুদ্ধ : প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাই বড়ো কথা।
২০৯. অশুদ্ধ : শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না। *[কু. '১৭]*
শুদ্ধ : শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।

২১০. **অশুদ্ধ** : তাকে স্বপরিবারে দাওয়াত করো। *[কু. '১২]*
শুদ্ধ : তাকে সপরিবারে দাওয়াত করো।
২১১. **অশুদ্ধ** : তিনি স্বপরিবারে ঢাকায় থাকেন। *[কু. '১৬]*
শুদ্ধ : তিনি সপরিবারে ঢাকায় থাকেন।
২১২. **অশুদ্ধ** : উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পরিশ্রম প্রয়োজন। *[কু. '১৭]*
শুদ্ধ : উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।
২১৩. **অশুদ্ধ** : রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।
শুদ্ধ : রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
২১৪. **অশুদ্ধ** : কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়। *[কু. '১২]*
শুদ্ধ : কাব্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।
২১৫. **অশুদ্ধ** : মামার কথাই শেষে সত্য প্রমাণ হইল।
শুদ্ধ : মামার কথাই শেষে সত্য প্রমাণিত হইল।
২১৬. **অশুদ্ধ** : তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষী দেবেন। *[কু. '১৬]*
শুদ্ধ : তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেবেন।
২১৭. **অশুদ্ধ** : সভায় অনেক ছাত্রগণ এসেছিল। *[য. '১৬]*
শুদ্ধ : সভায় অনেক ছাত্র এসেছিল।
২১৮. **অশুদ্ধ** : বাজারে খাঁটি গোরুর দুধ দুর্লভ। *[চ. '১৬]*
শুদ্ধ : বাজারে গোরুর খাঁটি দুধ দুর্লভ।
২১৯. **অশুদ্ধ** : আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত। *[ব., দি. '১৬; চ. '১০]*
শুদ্ধ : আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।
২২০. **অশুদ্ধ** : সৎ চরিত্রবান লোক সকলের প্রিয়।
শুদ্ধ : চরিত্রবান লোক সকলের প্রিয়।
২২১. **অশুদ্ধ** : সকল ছাত্রগণ পাঠে অমনোযোগী। *[কু. '১৬, '০৮]*
শুদ্ধ : সকল ছাত্র পাঠে অমনোযোগী।
২২২. **অশুদ্ধ** : শুধুমাত্র সেই পারবে এ কাজটি করতে। *[কু. '১৬]*
শুদ্ধ : শুধু সেই পারবে এ কাজটি করতে।
২২৩. **অশুদ্ধ** : সকল ছাত্রছাত্রীগণ ক্লাসে উপস্থিত ছিল। *[ব. '১৬]*
শুদ্ধ : সকল ছাত্রছাত্রী ক্লাসে উপস্থিত ছিল।
২২৪. **অশুদ্ধ** : অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আরোগ্য হইলেন।
শুদ্ধ : অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন।
২২৫. **অশুদ্ধ** : আমি অপমান হয়েছি। *[কু. '০৮]*
শুদ্ধ : আমি অপমানিত হয়েছি।
২২৬. **অশুদ্ধ** : তাঁকে কলেজে যাইতে হবে।
শুদ্ধ : তাঁকে কলেজে যেতে হবে।
২২৭. **অশুদ্ধ** : সকল বালিকাগণ বাগানে গেল।
শুদ্ধ : সকল বালিকা বাগানে গেল।
২২৮. **অশুদ্ধ** : তুমি যে ঘিয়ের পুতুল হে, এইটুকু রোদেই অস্থির।
শুদ্ধ : তুমি যে ননির পুতুল হে, এইটুকু রোদেই অস্থির।
২২৯. **অশুদ্ধ** : আপনার সঙ্গে একটা গোপন পরামর্শ আছে।
শুদ্ধ : আপনার সঙ্গে একটা গোপনীয় পরামর্শ আছে।
২৩০. **অশুদ্ধ** : তোমার কথা শুনিয়া চমৎকার হইলাম।
শুদ্ধ : তোমার কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম।
২৩১. **অশুদ্ধ** : এ বছর বর্ষার জল অনেক বৃদ্ধি হয়েছে।
শুদ্ধ : এ বছর বর্ষায় জল অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।
২৩২. **অশুদ্ধ** : বিদ্যানকে সকলে শ্রদ্ধা করে। *[ঢা. '১৯]*

শুদ্ধ : বিদ্বানকে সকলে শ্রদ্ধা করে।
২৩৩. অশুদ্ধ : আশঙ্কিত চিত্তে সে বলিল।
শুদ্ধ : শঙ্কিত চিত্তে সে বলিল।
২৩৪. অশুদ্ধ : পরিশ্রমে তার শারিরিক অবস্থা শোচনীয়।
শুদ্ধ : পরিশ্রমে তার শারীরিক অবস্থা শোচনীয়।
২৩৫. অশুদ্ধ : এই কলেজে যে কয়জন শিক্ষক আছেন তাহার মধ্যে অধ্যাপক আসলামই শ্রেষ্ঠ।
শুদ্ধ : এই কলেজে যে কয়জন শিক্ষক আছেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক আসলামই শ্রেষ্ঠ।
২৩৬. অশুদ্ধ : গাছটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে। *[চ. '১৬]*
শুদ্ধ : গাছটি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।
২৩৭. অশুদ্ধ : তাহাকে এখান থেকে যাইতে হবে। *[য. '১৯; চ. '১৭]*
শুদ্ধ : তাহাকে এইখান হইতে যাইতে হইবে।
অথবা, তাকে এখান থেকে যেতে হবে।
২৩৮. অশুদ্ধ : সে তার শিক্ষকের একান্ত বাধ্যগত ছাত্র।
শুদ্ধ : সে তার শিক্ষকের একান্ত অনুগত ছাত্র।
২৩৯. অশুদ্ধ : সব পাখিরা নীড় বাঁধে না। *[দি. '১৭]*
শুদ্ধ : সব পাখি নীড় বাঁধে না।
২৪০. অশুদ্ধ : সে এ মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়েছে। *[ঢা. '১৭]*
শুদ্ধ : সে এ মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়েছে।
২৪১. অশুদ্ধ : বিরাট গোরু–ছাগলের হাট। *[ঢা., ব. '১৭; ব. '১৬; চ., সি. '১৯]*
শুদ্ধ : গোরু–ছাগলের বিরাট হাট।
২৪২. অশুদ্ধ : বিধি লঙ্ঘন হয়েছে। *[রা.'১৭]*
শুদ্ধ : বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।
২৪৩. অশুদ্ধ : নজরুল সাহেব স্বপরিবারে বেড়াতে গেলেন। *[রা. '১৭]*
শুদ্ধ : নজরুল সাহেব সপরিবারে বেড়াতে গেলেন।
২৪৪. অশুদ্ধ : সময় বড়ো সংক্ষেপ। *[রা. '১৭]*
শুদ্ধ : সময় খুব সংক্ষেপ।
২৪৫. অশুদ্ধ : তাকে বাড়ি যাইতে দাও। *[রা. '১৭]*
শুদ্ধ : তাকে বাড়ি যেতে দাও।
২৪৬. অশুদ্ধ : ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী। *[য. '১৭; সি. '১৬; চ. '১০]*
শুদ্ধ : ছেলেটি অত্যন্ত/অসাধারণ মেধাবী।
২৪৭. অশুদ্ধ : তিনি আরোগ্য হয়েছেন। *[য. '১৭]*
শুদ্ধ : তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন।
২৪৮. অশুদ্ধ : কালীদাস বিখ্যাত কবি। *[য. '১৭; রা. '০৪]*
শুদ্ধ : কালিদাস বিখ্যাত কবি।
২৪৯. অশুদ্ধ : অন্যায়ের ফল দুর্নিবার্য। *[য., ব. '১৭]*
শুদ্ধ : অন্যায়ের ফল অনিবার্য।
২৫০. অশুদ্ধ : সারা জীবন ভুতের মজুরি খেটে মরলাম। *[রা. '১৯; কু. '১৭]*
শুদ্ধ : সারা জীবন ভূতের বেগার খেটে গেলাম।
২৫১. অশুদ্ধ : কীর্তিবাস বাংলা রামায়ন লিখেছেন। *[কু. '১৭]*
শুদ্ধ : কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন।
২৫২. অশুদ্ধ : মাদকাশক্তি ভালো নয়। *[কু. '১৭]*

শুদ্ধ : মাদকাসক্তি ভালো নয়।
২৫৩. অশুদ্ধ : নিরোগী লোক আসলে সুখী। *[কু. '১৭]*
শুদ্ধ : নিরোগ লোক আসলেই সুখী।
২৫৪. অশুদ্ধ : চোরে চোরে চাচাতো ভাই। *[চ. '১৭]*
শুদ্ধ : চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।
২৫৫. অশুদ্ধ : পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়। *[চ. '১৭]*
শুদ্ধ : পূর্বদিকে সূর্য উদিত হয়।
২৫৬. অশুদ্ধ : পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে হর্ন বাজানো নিষেধ।
[য. '১৯; সি. '১৭]
শুদ্ধ : পরীক্ষা চলাকালে হর্ন বাজানো নিষেধ।
অথবা, পরীক্ষা চলার সময়ে হর্ন বাজানো নিষেধ।
২৫৭. অশুদ্ধ : পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্রতা আমাদের মুগ্ধ করে। *[রা., য., দি. '১৯; সি. '১৭]*
শুদ্ধ : পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে।
২৫৮. অশুদ্ধ : 'গীতাঞ্জলী' একটি কাব্যগ্রন্থ। *[রা. '১৭; ঢা. '০৩]*
শুদ্ধ : 'গীতাঞ্জলি' একটি কাব্য।
২৫৯. অশুদ্ধ : এখানে প্রবেশ নিষেধ। *[চ. '১৭]*
শুদ্ধ : প্রবেশ নিষেধ।
২৬০. অশুদ্ধ : প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীতা থাকবেই। *[দি. '১৭]*
শুদ্ধ : প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবেই।
২৬১. অশুদ্ধ : বঙ্কিমের ভয়ংকর প্রতিভা ছিল। *[দি. '১৭]*
শুদ্ধ : বঙ্কিমের অসাধারণ প্রতিভা ছিল।
২৬২. অশুদ্ধ : এক অগ্রহায়ণে শীত যায় না। *[দি. '১৭, '১৬]*
শুদ্ধ : এক মাঘে শীত যায় না।
২৬৩. অশুদ্ধ : সাবধান পূর্বক চলবে। *[ব. '১৭; ঢা. '০৩]*
শুদ্ধ : সাবধানে চলবে।
২৬৪. অশুদ্ধ : ইহার আবশ্যক নাই। *[ব. '১৬, '১৭]*
শুদ্ধ : ইহার আবশ্যকতা নাই।
২৬৫. অশুদ্ধ : তার সৌজন্যতায় মুগ্ধ হলাম।
[ব. '১৭; রা. '০৬; সি. '১৬]
শুদ্ধ : তার সুজনতায় মুগ্ধ হলাম।
অথবা, তার সৌজন্যে মুগ্ধ হলাম।
২৬৬. অশুদ্ধ : দেশবাসীকে স্বাক্ষর করা দরকার।
শুদ্ধ : দেশবাসীকে সাক্ষর করা দরকার।
২৬৭. অশুদ্ধ : আকণ্ঠ পর্যন্ত খেয়ে এখন হাঁসফাঁস লাগছে।
[দি. '১৯]
শুদ্ধ : আকণ্ঠ খেয়ে এখন হাঁসফাঁস লাগছে।
২৬৮. অশুদ্ধ : চোরে চোরে মামাতো ভাই। *[রা. '০১]*
শুদ্ধ : চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।
২৬৯. অশুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশ। *[চ.'১০]*
শুদ্ধ : বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশ।
২৭০. অশুদ্ধ : দ্বাদশ শ্রেণিতে তেত্রিশজন ছাত্র আছে তার মধ্যে রহিম সবচেয়ে ভালো। *[চ. '১০]*
শুদ্ধ : দ্বাদশ শ্রেণিতে তেত্রিশজন ছাত্র আছে তাদের মধ্যে রহিম সবচেয়ে ভালো।
২৭১. অশুদ্ধ : স্বার্থকতা লাভে সকলের সহযোগিতা আবশ্যকীয়।
শুদ্ধ : সার্থকতা লাভে সকলের সহযোগিতা আবশ্যক।
২৭২. অশুদ্ধ : তেল–ভাজা জিলিপি খাওয়া ভালো?

শুদ্ধ : তেলে–ভাজা জিলিপি খাওয়া ভালো?

২৭৩. অশুদ্ধ : সে অপমান হয়েছে। *[কু. '০৫; রা. '০৪]*

শুদ্ধ : সে অপমানিত হয়েছে।

২৭৪. অশুদ্ধ : নদীর জল হ্রাস হয়েছে।

শুদ্ধ : নদীর জল হ্রাস পেয়েছে।

২৭৫. অশুদ্ধ : বেলালের ব্যবহারে মাধুর্যতা নেই।

শুদ্ধ : বেলালের ব্যবহারে মাধুর্য নেই।

২৭৬. অশুদ্ধ : তুমি কি বাৰ্ষীক ক্রিড়া প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করিবে না?

শুদ্ধ : তুমি কি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিবে না?

২৭৭. অশুদ্ধ : যেইসব ছাত্ররা পরীক্ষা দেয় নাই, তাহাদেরকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।

শুদ্ধ : যেইসব ছাত্ররা পরীক্ষা দেয় নাই, তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।

২৭৮. অশুদ্ধ : বেগম রোকেয়ার মতো বিদ্বান নারী একালেও বিরল। *[ঢা. '১৬]*

শুদ্ধ : বেগম রোকেয়ার মতো বিদুষী নারী একালেও বিরল।

২৭৯. অশুদ্ধ : আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন। *[চ. '০৮]*

শুদ্ধ : আবশ্যক দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন।

২৮০. অশুদ্ধ : আইনানুসারে তিনি এ কাজ করিতে পারেন না।

শুদ্ধ : আইনত তিনি এ কাজ করিতে পারেন না।

২৮১. অশুদ্ধ : অংকটি কষিতে ভুল করিও না।

শুদ্ধ : অঙ্কটি ভুল করিও না।

২৮২. অশুদ্ধ : বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে সকল বিদ্যালয়সমূহই অংশ নিয়ে থাকে।

শুদ্ধ : বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে সকল বিদ্যালয় অংশ নিয়ে থাকে।

২৮৩. অশুদ্ধ : শুধুমাত্র টাকার জোরে সবকিছু হয় না। *[ঢা. '১৬]*

শুদ্ধ : শুধু টাকার জোরে সবকিছু হয় না।

২৮৪. অশুদ্ধ : তোমার মতো বুদ্ধিমান বালিকা আমি আর দেখিনি। *[কু. '০৮]*

শুদ্ধ : তোমার মতো বুদ্ধিমতী আমি আর দেখিনি।

২৮৫. অশুদ্ধ : সে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষী।

শুদ্ধ : সে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

২৮৬. অশুদ্ধ : আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনোযোগী।

শুদ্ধ : আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রই অমনোযোগী।

২৮৭. অশুদ্ধ : আধুনিক চেতনাই এই কবির বৈশিষ্ট্যতা।

শুদ্ধ : আধুনিক চেতনাই এই কবির বৈশিষ্ট্য।

২৮৮. অশুদ্ধ : মুমূর্ষ ব্যক্তিটির প্রতি সকলেরই সহানুভূতি ছিল।

শুদ্ধ : মুমূর্ষু ব্যক্তিটির প্রতি সকলেরই সহানুভূতি ছিল।

২৮৯. অশুদ্ধ : অক্ষির জলে বুক ভেসে গেল। *[ঢা. '১৯, '১৬]*

শুদ্ধ : চোখের জলে বুক ভেসে গেল।

২৯০. অশুদ্ধ : প্রেম গঙ্গা আজ এমন করিয়া উদ্বেল হইল কেন?

শুদ্ধ : প্রেম যমুনা আজ এমন করিয়া উদ্বেল হইল কেন?

২৯১. অশুদ্ধ : সেখানে গেলে তুমি অপমান হইবে।

শুদ্ধ : সেখানে গেলে তুমি অপমানিত হইবে।

২৯২. অশুদ্ধ : দরিদ্রের কথা বাসি হলেও ফলে।

শুদ্ধ : কাঙালের কথা বাসি হলেও ফলে।

২৯৩. অশুদ্ধ : তাহারা বাড়ি যাচ্ছে।

শুদ্ধ : তারা বাড়ি যাচ্ছে।

২৯৪. অশুদ্ধ : তুমিই টাকাটি আত্মসাৎ করেছ।

শুদ্ধ : তুমিই টাকটা আত্মস্মাৎ করেছ।

২৯৫. অশুদ্ধ : অপব্যায় একটি মারাত্মক ব্যাধি।
শুদ্ধ : অপব্যয় একটি মারাত্মক ব্যাধি।
২৯৬. অশুদ্ধ : আমার এ পুস্তকের কোনো আবশ্যকতা নেই।
শুদ্ধ : আমার এ পুস্তকের কোনো আবশ্যকতা নেই।
২৯৭. অশুদ্ধ : পরবর্তীতে আপনি আসবেন।
শুদ্ধ : পরবর্তী সময়ে আপনি আসবেন।
২৯৮. অশুদ্ধ : তিনি আরোগ্য হইয়াছেন।
শুদ্ধ : তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।
২৯৯. অশুদ্ধ : একটা গোপনীয় কথা বলি।
শুদ্ধ : একটি গোপনীয় কথা বলি।
৩০০. অশুদ্ধ : সমুদয় সভ্যগণ আসিয়াছেন।
শুদ্ধ : সমুদয় সভ্য আসিয়াছেন।
৩০১. অশুদ্ধ : গাছে কাঁঠাল মাথায় তেল। *[চ. '০৮]*
শুদ্ধ : গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।
৩০২. অশুদ্ধ : নদীর জল হ্রাস হয়েছে।
শুদ্ধ : নদীর জল হ্রাস পেয়েছে।
৩০৩. অশুদ্ধ : দরীদ্রকে দয়া করো।
শুদ্ধ : দরিদ্রকে দয়া করো।
৩০৪. অশুদ্ধ : একের লাঠি দশের বোঝা। *[ব. '১৬; কু. '০৫; রা. '০৪]*
শুদ্ধ : দশের লাঠি একের বোঝা।
৩০৫. অশুদ্ধ : তিনি সন্তোষ হইলেন।
শুদ্ধ : তিনি সন্তুষ্ট হইলেন।
৩০৬. অশুদ্ধ : অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।
শুদ্ধ : অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার।
অথবা, অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার।
৩০৭. অশুদ্ধ : আমার অত্যান্ত কার্য বাহুল্যতা ঘটিয়াছে।
শুদ্ধ : আমার অত্যন্ত কার্য বাহুল্য ঘটিয়াছে।
৩০৮. অশুদ্ধ : তোমার এ কাজ করা কর্তব্য নহে।
শুদ্ধ : তোমার এ কাজ করা উচিত নহে।
৩০৯. অশুদ্ধ : এটা হচ্ছে ষষ্ঠদশ বার্ষিক সাধারণ সভা। *[য. '১৬]*
শুদ্ধ : এটা হচ্ছে ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা।
৩১০. অশুদ্ধ : সে ভয়ানক সুখে আছে।
শুদ্ধ : সে খুব সুখে আছে।
৩১১. অশুদ্ধ : মেয়েটি বিদ্বান কিন্তু ঝগড়াটে। *[রা. '১৬]*
শুদ্ধ : মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে।
৩১২. অশুদ্ধ : তিনি মৌন হইয়া রহিলেন।
শুদ্ধ : তিনি মৌনী হইয়া রহিলেন।
৩১৩. অশুদ্ধ : চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ দুইটি বিস্ময়কর ঘটনা।
শুদ্ধ : চন্দ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ দুইটি বিস্ময়কর ঘটনা।
৩১৪. অশুদ্ধ : সে বিপদ সমুদ্র নিবারণ করিতে পারিল না।
শুদ্ধ : সে বিপদ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিল না।
৩১৫. অশুদ্ধ : ব্রাহ্মণগণেরা সত্য কথা বলে।
শুদ্ধ : ব্রাহ্মণেরা সত্য কথা বলে।
৩১৬. অশুদ্ধ : গতকাল নিলীমা লাল পেড়ে শাড়ি পরেছিল।
শুদ্ধ : গতকাল নিলীমা লালপেড়ে শাড়ি পরেছিল।

৩১৭. অশুদ্ধ : সে সমস্ত কথা বিস্তারিত বলল।

শুদ্ধ : সে সমস্ত কথা বিস্তারিতভাবে বলল।

পাঠ্যবইয়ের কতিপয় অশুদ্ধ ও শুদ্ধ শব্দের নমুনা

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
অনসুয়া	অনসূয়া	অস্টেলিয়	অস্ট্রেলীয়	একেবেকে	এঁকেবেঁকে
অন্তপূর	অন্তঃপুর	আরবিয়	আরবীয়	কণ্য	কণ্ব
অর্ধাঙ্গি	অর্ধাঙ্গী	অপ্রকৃতিস্ত	অপ্রকৃতিস্থ	ক্রিতবিদ্য	কৃতবিদ্য
অধিকরিনি	অধিকারিণী	আধিপত্ত	আধিপত্য	ক্রিড়া	ক্রীড়া
অকাকুস্মান্ড	অকালকুষ্মাণ্ড	অবর্ননীয়	অবর্ণনীয়	কৌতূক	কৌতুক
অনুগামীনি	অনুগামিনী	অস্থিদল	অস্থীদল	কোস্টি/কোস্টিকা	কোষ্ঠী/কোষ্ঠিকা
অশ্বথ্য	অশথ	অংশুমালি	অংশুমালী	কির্তন	কীর্তন
অরন্য	অরণ্য	ক্ষিণজিবি	ক্ষীণজীবী	কাধ	কাঁধ
অলঙ্ঘানীয়	অলঙ্ঘনীয়	অশ্রূমালা	অশ্রুমালা	কির্তী	কীর্তি
অনির্বচনিয়	অনির্বচনীয়	অনুভুতি	অনুভূতি	কুটনৈতিক	কূটনৈতিক
অভিলাস	অভিলাষ	আধাত্ব	আধ্যাত্ম	কিনাংক	কিণাঙ্ক
অগ্নিমান্দ	অগ্নিমান্দ্য	আদিজ	আদ্বিজ	কুপমন্ডুক	কূপমণ্ডূক
অদৃস	অদৃশ্য	আচল	আঁচল	কল্যানী	কল্যাণী
অরুন	অরুণ	উৎবাস্তু	উদ্বাস্তু	ঘনিস্ট	ঘনিষ্ঠ
অকষ্মাত	অকস্মাৎ	আটি	আঁটি	ক্ষণজিবিনি	ক্ষণজীবিনী
অনির্বান	অনির্বাণ	অভিধানিক	আভিধানিক	ওচা	ওঁচা
অন্তর্লিন	অন্তলীন	অলংকারক	আলঙ্কারিক	ঔদ্ধত্ত	ঔদ্ধত্য
অধির	অধীর	অমীয়	অমিয়	খান্ত	ক্ষান্ত
অগ্রনি	অগ্রণী	অনিমেষ	অনিঃশেষ	খুটি	খুঁটি
অবরেন্য	অবরেণ্য	অবহমান	আবহমান	ক্ষুদ্ব	ক্ষুব্ধ
আবোরন	আবরণ	অংক	অঙ্ক	ক্ষিন	ক্ষীণ
আহোরন	আহরণ	আখি	আঁখি	ক্ষুদা	ক্ষুধা
আমন্ত্রন	আমন্ত্রণ	আগমনী	আগমনি	গ্রীস্ম	গ্রীষ্ম
আক্রমন	আক্রমণ	আক	আঁক	জ্ঞানভুষিত	জ্ঞানভূষিত
অধ্যাতিক	আধ্যাত্মিক	আত্বা	আত্মা	গাঙ	গাং
আর্টিষ্ট	আর্টিস্ট	ইদুর	ইঁদুর	গনডি	গন্ডি
আবিস্কার	আবিষ্কার	ঈসত	ঈষৎ	গুঢ়	গূঢ়
আকাবাকা	আঁকাবাঁকা	উত্তির্ণ	উত্তীর্ণ	গোস্টি	গোষ্ঠী
আসছে আগামীকাল	আগামীকাল	উতকন্ঠিত	উৎকণ্ঠিত	গৃহস্থালী	গৃহস্থালি
আকড়ে	আঁকড়ে	উচিয়ে	উঁচিয়ে	গিতি	গীতি
আন্তজার্তীক	আন্তর্জাতিক	উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস	জোতিময়	জ্যোতির্ময়
আত্বনির্ভরতা	আত্মনির্ভরতা	উত্তরি	উত্তরী	জোতিসশাস্ত্র	জ্যোতিষশাস্ত্র
আশার	আষাঢ়	ঊনিশ	উনিশ	জির্ন	জীর্ণ
আবিড়	আবির/আবীর	উনিবিংশ	ঊনবিংশ	জির্নাবরন	জীর্ণাবরণ
আশীষ	আশিস্	উর্দ্দু	উর্দু	জলোচ্ছাস	জলোচ্ছ্বাস
আভরন	আভরণ	উচ্ছৃগু	উচ্ছৃঙ্খ্য	জোতিস্ক	জ্যোতিষ্ক
অধবদন	অধোবদন	ঊর্ধ	ঊর্ধ্ব	জলন্ত	জ্বলন্ত
মুখপাধ্যায়	মুখোপাধ্যায়	ঋদ্দি	ঋদ্ধি	ঝঞ্চা	ঝঞ্ঝা
ঝর; স্বরস্বতী	ঝড়; সরস্বতী	স্লেচ্ছো	স্লেচ্ছ	ব্যহত, ব্যায়	ব্যাহত, ব্যয়
তরা; হাটা	ত্বরা; হাঁটা	প্রগাড়	প্রগাঢ়	সঠিক	ঠিক
তপস্বি	তপস্বী	পরিত্রান	পরিত্রাণ	ভয়ঙ্কর কবি	প্রখ্যাত

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
					কবি/বিখ্যাত কবি
তত্ত্ব	তত্ত্ব	প্রতক্ষ	প্রত্যক্ষ	সস্তয়ন	স্বস্ত্যয়ন (শোস্তয়ন)
তিক্ষ্ণ	তীক্ষ্ণ	প্রসবন	প্রস্রবণ	শতসফূর্ত	স্বতঃস্ফূর্ত
তারূন্য	তারুণ্য	প্রনালি	প্রণালি	তরজ্গিনি	তরজ্গিণী
তাত্তিক	তাত্ত্বিক	পরিমান	পরিমাণ	ধুলি–ধুসরিত	ধূলি–ধূসরিত
তেজস্ক্রিয়	তেজস্ক্রিয়	প্রাচিন	প্রাচীন	সত্য, স্বামীত্ব	স্বত্ব, স্বামিত্ব
তিব্র	তীব্র	পীরিতি	পিরিতি	শাস্তাকার	শাস্ত্রকার
দুস্মন্ত	দুষ্মন্ত	পুজা; চট্রোপাধ্যায়	পূজা; চট্টোপাধ্যায়	চর্বচোষ্য	চর্ব্যচূষ্য
দীর্ঘায়ূ	দীর্ঘায়ু	প্রাতস্মরনিয়	প্রাতঃস্মরণীয়	বোধদয়	বোধোদয়
দ্রবিভুত	দ্রবীভূত	প্রনয়িনি	প্রণয়িনী	সুচিকার্জ	সূচীকার্য
দুর্নিতিজ্ঞ	দুর্নীতিজ্ঞ	প্রায়ঃচিত্ত	প্রায়শ্চিত্ত	শারিরিক	শারীরিক
দূরুহ	দুরূহ	পুন্যতির্থ	পুণ্যতীর্থ	স্বরন	স্মরণ
দিধা	দ্বিধা	পর্যবেক্ষন	পর্যবেক্ষণ	বায়াম	ব্যায়াম
দূরবস্তা	দুরবস্থা	প্রকৃতিস্ত	প্রকৃতিস্থ	মাথা হেট	মাথা হেঁট (নিচু)
দুভীক্ষ	দুর্ভিক্ষ	পরিক্রমন	পরিক্রমণ	হস্তি; হস্তীযুথ	হস্তী; হস্তিযূথ
দূর্যোগ	দুর্যোগ	পিড়ীত	পীড়িত	বইচি	বঁইচি
দির্ঘ	দীর্ঘ	পাষান	পাষাণ	সৎব্যয়	সদ্ব্যয়
দূর্বোধ	দুর্বোধ	পরিপক্কতা	পরিপক্বতা	রস্বার কাদি	রম্ভার কাঁদি
ধ্যানি	ধ্যানী	পূর্ণর্বাসন	পুনর্বাসন	গৃহিনি	গৃহিণী
ধনিতত্ত্ব	ধ্বনিতত্ত্ব	প্ল্যাকার্ড	প্লাকার্ড	সাধ্বি, সার্থ	সাধ্বী, স্বার্থ
নতুন ছেলেগুলি	নতুন ছেলেরা	পূন্যহ	পুণ্যাহ	স্বার্থকতা	সার্থকতা
নিরিক্ষন	নিরীক্ষণ	পরাধিন	পরাধীন	সন্নাসি	সন্ন্যাসী
নির্ভিক	নির্ভীক	নিলাভ	নীলাভ	মন্ত্রষধি	মন্ত্রৌষধি
নিতিপরায়ন	নীতিপরায়ণ	পার্বন	পার্বণ	ভূবন; শরৎচন্দ্র	ভুবন; শরচ্চন্দ্র
নৈপূন্য	নৈপুণ্য	পরজিবি	পরজীবী	শোঁক	শোক
নভমন্ডল	নভোমন্ডল	ফারসী	ফারসি	হৈমন্তি	হৈমন্তী
নিস্প্রভ	নিষ্প্রভ	বিদ্বেস	বিদ্বেষ	বিলাসি	বিলাসী
নিহারিকা	নীহারিকা	বিন্দিনি	বন্দিনী	মুরতা	মূঢ়তা
নিশিথিনী	নিশীথিনী	বাস্পিভুত	বাষ্পীভূত	গলধকরণ	গলাধঃকরণ
নিস্পলক	নিষ্পলক	ব্যাথা	ব্যথা	ফাকা; তপস্বীকন্যা	ফাঁকা; তপস্বিকন্যা
নিশেষ	নিঃশেষ	সমিপবর্তিনি	সমীপবর্তিনী	মনক্ষুন্ন	মনঃক্ষুণ্ণ
নিশ্রাব	নিঃশ্রাব	শমিরন	সমীরণ	লাঞ্চনা	লাঞ্ছনা
নিসহায়	নিঃসহায়	সন্ধ্যাপ্রদিপ	সন্ধ্যাপ্রদীপ	তিরষ্কার	তিরস্কার
নিরব	নীরব	শাস–প্রসাস	শ্বাস–প্রশ্বাস	বাজখাই	বাজখাঁই
নিরন্ধ্র	নীরন্ধ্র	জোস্নারাত	জ্যোৎস্নারাত	লক্ষি; বামো	লক্ষ্মী; ব্যামো
মহত্ব	মহত্ত্ব	সধর্মচুত	সধর্মচ্যুত	ব্যধি; রবীঠাকুর	ব্যাধি; রবিঠাকুর
নিন্দূক	নিন্দুক	বিপনন	বিপণন	রবিন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ
মহত্য	মহত্ত্ব	স্বামীগৃহ	স্বামিগৃহ	মৃতুমজয়; সামি	মৃত্যুঞ্জয়; স্বামী
উপর্যপরি	উপর্যুপরি	দারিদ্রতা	দারিদ্র্য/দরিদ্রতা	বন্দপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়
দুরবস্তা	দুরবস্থা	ঘৃর্নাহ; ত্রান	ঘৃর্ণাহ; ত্রাণ	যসস্যী	যশস্বী
শুশুসা	শুশ্রূষা	প্রনয়িনি; ব্যাবস্থা	প্রণয়িনী; ব্যবস্থা	ঢেকীছাটা	ঢেঁকিছাঁটা
সদ্যজাত	সদ্যোজাত	শারিরিক	শারীরিক	স্নেহাশীষ	স্নেহাশিস্
সন্ধিহান	সন্দিহান	পনিনি; ভনিতা	পাণিনি; ভণিতা	কুজ্জটিকা/ব্যাক্ত	কুজ্ঝটিকা/ব্যক্ত

প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ	প্রদত্ত অশুদ্ধ শব্দ	শুদ্ধ শব্দ
নিরিক্ষণ	নিরীক্ষণ	মুহুর্ত; শ্বাশত	মুহূর্ত; শাশ্বত	উৎকর্ষতা অত্যান্ত	উৎকর্ষ/অত্যন্ত
জলচ্ছাস	জলোচ্ছ্বাস	প্রাণীতত্ত্ব	প্রাণিতত্ত্ব	দৈন্যতা/ন্যুনতম	দৈন্য/ দীনতা/ ন্যূনতম
দিকনির্নয়	দিঙ্‌নির্ণয়	শিরোচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	গড্ডালীকা	গড্ডলিকা
ভৎসনা	ভর্ৎসনা	অপরাহ্ন; ব্যাথিত	অপরাহ্ণ; ব্যথিত	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
বহিশত্রু	বহিঃশত্রু	মনমহন; বেপার	মনোমোহন; ব্যাপার	ভোগলিক	ভৌগোলিক
মাষ্টার	মাস্টার	বিপদজনক	বিপজ্জনক	প্রজ্জলিত	প্রজ্বলিত
অনুসাঙ্গি	অনুসঙ্গী	ঐক্যমত; সমৃদ্ধশালী	ঐকমত্য; সমৃদ্ধিশালী	লাবনী	লাবণী
লাঙ্গল	লাঙল	স্বরনিকা; ছত্রছায়া	স্মরণিকা; ছত্রচ্ছায়া	দুস্কৃতিকারী	দুষ্কৃতকারী
রৌদ্রজ্বল	রৌদ্রোজ্জ্বল	সুক্ষ; পরিস্কার	সূক্ষ্ম; পরিষ্কার	শ্বাশুড়ি	শাশুড়ি
মাধুর্য্য	মাধুর্য	প্রতিদ্বন্দীতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা	ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
শোনিত	শোণিত	রামায়ন; পুন্য	রামায়ণ; পুণ্য	কেবলমাত্র	কেবল/মাত্র
ভূবনভূলানো	ভুবনভুলানো	বিভিষিকা	বিভীষিকা	নির্দোষী	নির্দোষ
মনকষ্ট	মনঃকষ্ট	মরীচীকা; হরিতকি	মরীচিকা; হরীতকী	বানিজ্য/ব্যাকারন	বাণিজ্য/ব্যাকরণ
কৌতুহল	কৌতূহল	নিক্কন; ভূবন	নিক্বণ; ভুবন	উল্লেখিত	উল্লিখিত
মুমুর্ষ	মুমূর্ষু	শষ্য; মূমুক্ষূ	শস্য; মুমুক্ষু	সুস্ট/দ্বন্ধ	সুষ্ঠু/দ্বন্দ্ব
প্রনয়ন	প্রণয়ন	অহরাতি	অহোরাত	পাসান/ব্যায়	পাষাণ/ব্যয়
মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা	অহোরাত্রি	অহোরাত্র	সম্বধনা	সংবর্ধনা
স্বাক্ষরতা	সাক্ষরতা	পন্যবিথীকা	পণ্যবীথিকা	ননদিনী	ননদ
শান্তনা	সান্ত্বনা	ষ্টেষন; পৈত্রিক	স্টেশন; পৈতৃক	বিভিষিণ	বিভীষণ
ঐক্যতান	ঐকতান	সত্তাধিকার	স্বত্বাধিকার	উর্ণনাভি	ঊর্ণনাভ
মুখস্ত	মুখস্থ	শুভাকাংখী	শুভাকাঙ্ক্ষী	ষন্তেষ্টিক্রিয়া	অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
মনিষী	মনীষী	সান্মষিক; বিবৎষ	ষাণ্মাসিক; বীভৎস	জোস্নারাত	জ্যোৎস্নারাত
আইনজিবি	আইনজীবী	শ্রমজিবী; আশীষ	শ্রমজীবী; আশিস্	কার্য্যালয়	কার্যালয়
নিরোগী	নীরোগী	অতিন্দ্রিয়; সামীসেবা	অতীন্দ্রিয়; স্বামিসেবা	অধ্যায়ন	অধ্যয়ন
নিশিথিনি	নিশীথিনী	উপরোক্ত; অগ্নুতপাত	উপর্যুক্ত; অগ্ন্যুৎপাত	সুসম/আশির্বাদ	সুষম/আশীর্বাদ
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	ব্যারিষ্টার; ঋনগ্রস্থ	ব্যারিস্টার; ঋণগ্রস্ত	বাকদত্তা	বাগদত্তা
সরসতী; আহোরন	সরস্বতী; আহরণ	অভ্যন্তরিক; অভ্যন্তর	আভ্যন্তরিক; আভ্যন্তর	আশাঢ়/ইষ্টার্ন	আষাঢ়/ইস্টার্ন
জিবীকা; ইসৎ	জীবিকা; ইষৎ			সন্যাসী/উচ্চাস	সন্ন্যাসী/উচ্ছ্বাস

৫.৩.৭ পাঠ্যবইয়ের কতিপয় বাক্য শুদ্ধি

ক্র: নং	অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
১.	পাগলা অশ্ব যে কোন সময় লাগাম ছেড়ে যেতে পারে।	পাগলা ঘোড়া যেকোনো সময় লাগাম ছেড়ে যেতে পারে।
২.	মা স্বরসতী খুশি হয়ে বর দেবেন কী তাহাদের যন্ত্রনা দেখে কোথায় যে তিনি লুকাবেন ভাবিয়া পান না।	মা সরস্বতী খুশি হয়ে বর দেবেন কী–তাদের যন্ত্রণা দেখে কোথায় যে তিনি লুকাবেন ভেবে পান না।
৩.	আমি ছিলাম বর সুতরাং বিয়ে সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা আবশ্যাক ছিল।	আমি ছিলাম বর সুতরাং বিয়ে সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।
৪.	তোমার আকাংখা বানান সুদ্ধ করে লেখা।	তোমার আকাঙ্ক্ষা বানান শুদ্ধ করে লেখা।
৫.	তোমাদের ঐকতা সকলের কাম্য।	তোমাদের ঐক্য সকলের কাম্য।
৬.	আমার হৃদয় মন্দিরে আশার বীজ বপন হল।	আমার হৃদয়ক্ষেত্রে আশার বীজ বপন হলো।
৭.	কমলাকান্ত মামলাটির সাক্ষী দেবে।	কমলাকান্ত মামলাটিতে সাক্ষ্য দেবে।
৮.	মসলিনের পূর্ব গৌরব লোপ হয়েছে।	মসলিনের অতীত গৌরব লুপ্ত হয়েছে।

৯.	পৃথিবীর সব মানুষগুলো যদি সৎ হতো।	পৃথিবীর সব মানুষ/মানুষগুলো যদি সৎ হতো।
১০.	ঢাল নেই তলোয়ার নেই বোকারাম সর্দার।	ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার।
১১.	দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।	দশচক্রে ভগবান ভূত।
১২.	কথাটি সঠিক নয়।	কথাটি ঠিক নয়।
১৩.	আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে আনবেন।	আবশ্যক দ্রব্যাদি সাথে আনবেন।
১৪.	রাঙামাটি প্রার্বতীয় এলাকা।	রাঙামাটি পার্বত্য এলাকা।
১৫.	সকল দর্শকমন্ডলীকে স্বাগত জানাই।	দর্শকমন্ডলীকে স্বাগত জানাই।
১৬.	তিনি মোকার্দ্দমায় সাক্ষী দেবেন।	তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেবেন।
১৭.	ইতিপূর্বে তার দুঃসংবাদ পাই নাই।	ইতঃপূর্বে তার দুঃসংবাদ পাইনি।
১৮.	চাঞ্চল্যতা পরিহার করা উচিত।	চাঞ্চল্য পরিহার করা উচিত।
১৯.	এখানে ধুম পান নিষেধ।	এখানে ধূমপান নিষিদ্ধ।
২০.	আকণ্ঠ পর্যন্ত ভাত খেলে স্বাস্তহানি ঘটে।	আকণ্ঠ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
২১.	আমি, তুমি ও তিনি আজ বাগানে যাবেন।	তিনি, তুমি ও আমি আজ বাগানে যাব।
২২.	এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হয়।	এই দুর্ঘটনা দেখে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।
২৩.	মহারাজা সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।	মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন।
২৪.	উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।	উপরিউক্ত/উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
২৫.	একটা গোপন কথা বলি।	একটা গোপনীয় কথা বলি।
২৬.	সময় বড়ো সংক্ষেপ।	সময় বড়ো সংক্ষিপ্ত।
২৭.	তোমাদের মধ্যে ঐক্যতা নাই।	তোমাদের মধ্যে ঐক্য/একতা নেই।
২৮.	তাহার জীবন সংশয়।	তাহার জীবন সংশয়াপন্ন।
২৯.	সকল কমলনিকর ফুটে আছে।	কমলনিকর ফুটে আছে।
৩০.	শুধুমাত্র এই কটা টাকা দিলে।	শুধু মাত্র এ কটা টাকা দিলে।
৩১.	অতিভক্তি ডাকাতের লক্ষণ।	অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।
৩২.	অপব্যায় একটি মারাত্বক ব্যধি।	অপব্যয় একটি মারাত্মক ব্যাধি।
৩৩.	সে সমস্ত কথা বিস্তারিত বলল।	সে সব কথা বলল।
৩৪.	তার বৈমাত্রেয় সহোদয় অসুস্থ।	তার বৈমাত্রেয় ভাই/বোন/সহোদর ভাই/বোন অসুস্থ।
৩৫.	চাল ভানতে রাধার গীত গেও না।	ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ো না।
৩৬.	পড়তে পড়তে গায়েন।	গাইতে গাইতে গায়েন।